

දုတිය දා නම් යිယලා

[illegible][illegible]

# চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন

সুপ্রিয় তালুকদার



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

# চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন

সুপ্রিয় তালুকদার

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন

প্রকাশক  
মিসেস টুকু তালুকদার  
চম্পকনগর, রাজামাটি।

প্রকাশকাল  
অক্টোবর ২০১৩

গ্রন্থস্বত্ব  
প্রকাশক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা  
মৃণ্তিকা চাকমা

বর্ণবিন্যাস  
এস.আর চাকমা

মুদ্রণ  
ছড়াধুম পাবলিশার্স  
রাজবাড়ি সড়ক, রাজামাটি।  
☎-01815662928

কম্পোজ  
মানস মুকুল চাকমা

মূল্য  
দুইশত টাকা মাত্র

---

CHAKMA BHASHA, JATI O ABHIBASAN (The Chakma Language, Race and their Migration) by Supriyo Talukder, Published by Mrs. Tuku Talukder, Champaknagar, Rangamati, CHT, Bangladesh. First Published October 2013. Price: Taka 200.00 only.

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন ·

স্নেহভাজন নাতি নাতনি

পার্ল (Pearl)

সাফায়ার (Sapphire)

রাজন্য

ও

ইয়েশি

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন

*The woods are lovely, dark and deep  
but I have promises to keep  
and miles to go  
before I sleep*

-Robert Frost

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন

## ভূমিকা

আমার লেখা *চম্পকনগর সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি* গ্রন্থটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) রাজ্যমাটি, কর্তৃক ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে আমি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর আমার জীবন থেকে নেওয়া স্মৃতিকথা নিয়ে *নানা রঙের দিনগুলি* গ্রন্থটি লিখেছি। এই গ্রন্থে স্মৃতিকথা ছাড়াও আমারই লেখা কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী ও প্রবন্ধ যুক্ত করে দিই, তন্মধ্যে সাক-চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা এবং প্রসঙ্গতঃ কিছু কথা ও প্রসঙ্গঃ চাকমা ভাষা প্রবন্ধ দুটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি আমার স্ত্রী টুকু তালুকদার, রাজ্যমাটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর লেখালেখি একপ্রকার ছেড়ে দিই, দীর্ঘ দু'বছর লেখালেখি থেকে বিরত থাকার পর আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তদের অনুরোধে আবার লেখালেখি করার চিন্তা-ভাবনা করি। ইতোমধ্যে অশোক বিশ্বাসের লেখা *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব* গ্রন্থটি হস্তগত হলে সেটি পড়ে আবার লেখালেখি শুরু করতে বেশ অনুপ্রাণিত হই। এই গ্রন্থটি খুবই চমৎকার, উচুদরের; এতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, এবং অনেক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। তাছাড়া বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা বিষয়ে যে সকল তথ্য ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো শুধু বিশ্বাসকর নয়, চমকপ্রদ বটে। গ্রন্থটি আমাদের মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। *চম্পকনগর সন্ধানেঃ বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি* গ্রন্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার অধিবাসী, পৌরাণিক উপাখ্যান, শাক্য বংশের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি, চাকমা রাজবংশ, চাকমা জাতির পরিচয়-তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচার কাঠামো, আচার-অনুষ্ঠান, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতএব উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয় এবং *নানা রঙের দিনগুলি* গ্রন্থে লিখিত সাক-চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা এবং

প্রসঙ্গতঃ কিছুকথা ও প্রসঙ্গঃ চাকমা ভাষা প্রবন্ধ দুটির বেশ কিছু অংশ বাদ দিয়ে পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং গ্রন্থের কলেবর ছোট করে নৃতাত্ত্বিক ও নির্ভরযোগ্য নতুন তথ্য-উপাস্তযোগে নতুন আঙ্গিকে *চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন* নাম করণে এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে।

মায়ানমার থেকে আগত চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা বৌদ্ধভিক্ষু যথাক্রমে রেভা. উ পাভিতা, ভেন. জ্যোতিপাল ও ভেন. সো বে তা সে-দেশে অবস্থিত চাকমাদের ঐতিহাসিক চম্পকনগরের সঠিক অবস্থান (Location) বর্ণনা করে আমাকে উপকৃত করেছেন। আমি তাঁদের সবাইকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশে মায়ানমার দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব Nyan Lin Aungও এই বিষয়ে অনুরূপ তথ্য জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন, তাঁকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আমার বড় বোন প্রফেসর নমিতা দেওয়ানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি কম্পিউটার কম্পোজ করে সাহায্য করার জন্য মানস মুকুল চাকমা এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য আমার স্ত্রী টুকু তালুকদার উভয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাজামাটি এর লাইব্রেরিয়ান মিসেস হীরা রাণী বড়ুয়া বিভিন্ন পুস্তকের সঠিক প্রকাশকাল, উদ্ধৃতির পৃষ্ঠা নম্বর ইত্যাদি জানিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে চাকমা জাতি, তাদের ভাষা, বর্ণমালা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কাজে এই গ্রন্থটি যদি কিছুটা অবদান রাখে, তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

রাজামাটি

সুপ্রিয় তালুকদার

অক্টোবর ২০১৩

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন



## সূচি

আদিভাষা	১১
বর্তমান ভাষা	১৬
বর্ণমালা	৫০
চাকমা ও চট্টগ্রামি ভাষা	৫৫
চাকমা জাতি ও অভিবাসন	৬২
উপসংহার	৭৩
গ্রন্থাবলী	৭৮

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন

## আদিভাষা

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোঙ্গোলীয় (Mongoloid) বংশোদ্ভূত বসবাসরত ১১টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা বৌদ্ধধর্মালম্বী। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। এই সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী বার্মার (মায়ানমার) রাখাইন স্টেট (আরাকান), চিন পার্বত্য অঞ্চল (Chin Hills) ও অন্যান্য অঞ্চল হতে এতদ অঞ্চলে আগমন করে যা ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায়।

মোঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর আদিভাষা হলো ভোট-চিনা (Sino-Tibetan) ভাষা। ভাষাবিদগণ এই ভাষাকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : ক। ভোট-বর্মি (Tibeto-Burmese) এবং খ। থাই-চিনা (Thai-Chinese)

পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠি ভোট-বর্মি ভাষা পরিবারভুক্ত (Tibeto-Burmese Family) বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। কিন্তু চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা ইন্দো-আর্যভুক্ত বাংলা ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ, জাতি আর ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, যেহেতু নৃতাত্ত্বিক (Anthropology) বিচারে চাকমারা মোঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত সেহেতু তাদের আদিভাষা অবশ্যই ভোট-চিনা (Sino-Tibetan) ভাষাভুক্ত ভোট-বর্মি অথবা থাই-চিনা ছিল। তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ

নেই। এই প্রসঙ্গে দুলাল চৌধুরী মন্তব্য করেন, “ চাকমারা ইতিহাসের আদিতে অর্থাৎ তাদের উদ্ভবযুগে যে ভাষা বলতেন বা ব্যবহার করতেন, আজ সে ভাষা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে। কালক্রমে তারা যে জনপদে ছড়িয়ে পড়েছেন সেখানকার ভাষা আয়ত্ত্ব করেছেন। তা না হলে লিপির সঙ্গে বর্তমান কথ্য ভাষার এমন পার্থক্য হতে পারত না।

’Lucien Bernot ও অনুরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করেন। তিনি লেখেন “..... it is most probable that the Chakmas spoke a language not belonging to the Indo-European family before they settled themselves where they are now living. The Chakma group appears to be an example of Mongoloid group giving up its own language to the benefit of Indo-European .....<sup>2</sup>

চাকমাদের আদিভাষা সম্পর্কে কয়েকজন লেখকের উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হলো ।

ক] Prof. Pierre Bessaignet – “ Although ancient manuscripts reveal that the original Chakma language was written in Burmese characters, and probably was a Burmese dialect the common tongue today is a corrupted form of Bengali”<sup>৩</sup>

খ] B.C. Allen –“The Chakmas are a Mongoloid race, probably of Arakanese origin.....They are divided into three sub-tribes – Chakma, Doingnak, and Tungijainya .....The Tungijainya immigrated from Arakan as late as 1818, and spoke Arakanese until recently”<sup>৪</sup>

গ] “The Chakmas are Buddhist formerly spoken Arakanese and it is remarkable circumstance that they should have changed their language while retaining their old character”<sup>৫</sup>  
(Census of India, 1909)

ঘ] Francis Buchanan – “In the evening we stopped at Raing-ghiang -bak, a small Chakma village on our right .....They say that they are the same with the Sak of Roang or Arakan : that originally they came from that country ; and that on account of their having lost their native language, and not having properly acquired the Bengalese they are commonly called in ridicule Doobadse .....from the few words of their native language, which they retain, it is evidently a dialect of Burma, nearly the same with that of Arakan”<sup>৬</sup>

Francis Buchanan ১৭৯৮ সালে এই অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সমাজ ব্যবস্থা, বসতি, জীবনযাত্রা প্রণালী, ভাষা, ধর্ম, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজ চোখে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন এবং স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসাবাদে যা অবগত হয়েছেন তা তিনি তার ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেন। কাজেই তার প্রদত্ত তথ্যসমূহ গবেষণা ক্ষেত্রে অনুমানের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল বিধায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চাকমারা মায়ানমারে অবস্থানকালে আনুমানিক নবম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে তাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ‘আগরতারা’ বর্মি ও পালি ভাষার সংমিশ্রনে চাকমা বর্ণে লেখা হয়। এই প্রসঙ্গে Heinz Bechert *Jagajjyoti*, a Buddha Jayanti Annual, 1973,

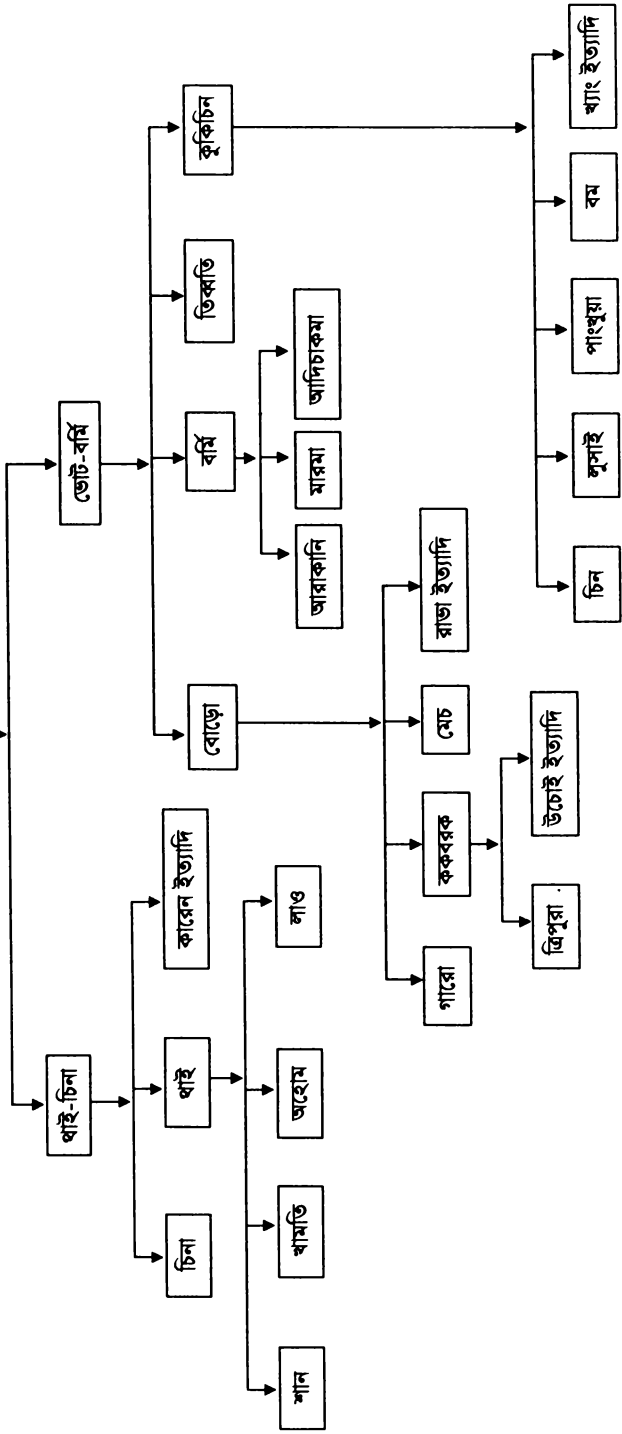
India পত্রিকায় তার লিখিত ``The Chakmas : A Buddhist community in Bangladesh `` শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, “Buddhism of to Chakmas had been quite different from orthodox-Theraveda before the reform initiated by the Sangharaja. The Chakmas had no Bhikkhus but Buddhist village Priests called Rari.....During the performance of the traditional rites, they read out the ancient Holy Scripture called Akhar Tara or Agar Tara from palm leaf or paper manuscripts. The language of these books is not understood today, they are written in Chakma alphabet, which shows similarities to Shan and earlier Burmese alphabets. From an analysis of these texts, it becomes clear that they consist of excerpts from Pali texts and passages in an unknown language which seems to belong to the Sino-Tibetan group of languages .....Chakma Buddhism has always been of Theraveda type, and the texts of the Agar Tara collection must have adopted from the collection of Parittas current in Upper Burma and Arakan where the ancestors of the Chakmas had still lived there”<sup>৭</sup>

অতএব উল্লিখিত সকল বর্ণনা মতে চাকমাদের আদিভাষা ভোট-বর্মি (Tibeto-Burmeses) ভাষাভূক্ত আরাকানি ভাষার ন্যায় বর্মি ভাষার আঞ্চলিক বা উপভাষা (Dialect) ছিল।

### তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. দুলাল চৌধুরী, *চাকমা প্রবাদ*, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ: ৪।
২. Lucien Bernot, Ethnic groups of Chittagong Hill Tracts, *Social Reserch in East Pakistan* edited by Prof. Pierre Bessaiguet, Dacca 1960, p.146.

# ভোট-চিনা (Sino-Tibetan)



৩. Pierre Bessaignet, *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*, Dacca, 1958, p12
৪. B.C. Allen, *Provisonal Gazetteers of India*. 1908, p320-321
৫. *Census of India* 1909, p 317
৬. Williem van Schendal, *Francis Buchanan in South East Bengal (1798)*, Dhaka, 192, p104.
৭. Heinz Bechert, The Chakma: A Buddhist Community in Bangladesh, *Jagajjyoti*, a Buddha Jayanti Annual, 1973, India.

## বর্তমান ভাষা

চাকমারা বর্তমানে যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলা ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ হলেও বাংলা বলা যাবে না। প্রখ্যাত ভাষাবিদ G.A.Grierson লেখেন, “ In the central portion of the Chittagong Hill Tracts in the Chakma Chief’s Circle, situated in the country round the Karnafuli river, a broken dialect of Bengali; peculiar to the locality, and of a very curious character, is spoken. It is called Chakma, and is based on South –Eastern Bengali, but has undergone so much transformation that is almost worthy of the dignity of being classed as a separate language. ”

এই ভাষা সম্পর্কে অশোক বিশ্বাস লেখেন, “চাকমাদের ভাষায় এত বেশি ভোটবর্মী (আরাকানী, মঘী, বোড়ো, কাচারি, অসমিয়া) শব্দ পাওয়া যায় সেসব বিচার বিশ্লেষণ করলে এই ভাষাকে পুরোপুরি বাংলা ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায় না।.....জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন চাকমাদের ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার ভিত্তিতে গঠিত হলেও এই ভাষার এত বেশি রূপান্তর ঘটেছে যে, সেই বিবেচনায় চাকমাদের ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছেন, যা ইতোপূর্বে তার উদ্ধৃতিতে দেখা যায়.....”<sup>২</sup> কিন্তু গ্রিয়ারসন এই ভাষাকে বাংলা ভাষার উপভাষার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন নি বরং আলাদা ভাষার মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেছেন “- that is almost worthy of the dignity of being classed as a separate language.” যাহোক, অশোক বিশ্বাস আরও বর্ণনা করেন, “ .....বিভিন্ন গবেষকের মন্তব্য এবং চাকমাদের



ভাষার বাক্যতত্ত্ব (Syntax), রূপতত্ত্ব (Morphology), ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), শব্দভান্ডার (Vocabulary) ইত্যাদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে এই ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার বিকাশের ও উদ্ভবের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় সমগ্র ভারতেই ইন্দো-আর্য ভাষা তার প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এরই ক্রমঃপরিণতির অংশ হলো চাকমা যা ইন্দো-আর্য ভাষা ও মঙ্গোলীয় ভোট-বর্মী ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত একটি স্বতন্ত্র ভাষা। আর ইন্দো-আর্য ভাষাভূক্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সাথে তার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও চাকমাদের ঐহিত্যবাহী বর্ণমালা স্বতন্ত্র ভাষা স্বীকৃতির এক শক্ত হাতিয়ার হিসেবে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। চাকমারা নিজেদের কখনো বাঙালি মনেও করে না, তারা তাদের ভাষা-জাতিতত্ত্ব-সংস্কৃতির সাংবিধানিক অধিকার দাবিতে সচেতন। ..... যাহোক চাকমারা নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় তাদের আদিভাষা ভোট-বর্মী ভাষা গোত্রীয় ছিল এটি যৌক্তিকভাবে ধরে নেওয়া যায়। এদের আদিভাষা ভোট-বর্মী ভাষা গোত্রীয় ছিল, তার বড় প্রমাণ হলো চাকমাদের বর্ণমালার হরফের ধরণ ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর অহোম, খামতি, শান ইত্যাদি ভাষার হরফের সাথে প্রবল মিল পরিদৃশ্যমান। তাছাড়া চাকমাদের ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ভোট-বর্মী ভাষার শব্দাবলি এখনও বর্তমান.....”।<sup>৩</sup>

“চাকমারা ধর্মীয় কাজে ও আনুষ্ঠানিকতাই শুধু নয়, প্রত্যাহিক কথোপকথনেও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত শব্দের বহুল ব্যবহার করে থাকে। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথ্যভাষায় যে পরিমাণ, পালি প্রাকৃত-সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার রয়েছে বাংলা ভাষার কোন উপভাষায় এত বেশি বোধ করি আর কোথাও দেখা যায় না। এই সব শব্দ তাদের ভাষায় কীভাবে, কখন প্রবেশ করেছিল আর কিছু কিছু শব্দ তাদের

আদিভাষার প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে এমন রূপপ্রাপ্ত হয়েছে যে, কেবল গভীরভাবে অনুসন্ধান করলেই সেগুলো ধরতে পারা যায়। পালি-প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য শুধু চাকমা ভাষাতেই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার উপর প্রভাব রেখেছিল। শুধু ভাষা নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জাতির সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, জীবনপ্রণালীর উপরেই বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল। আজকের মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি দেশের ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম-সভ্যতা-দর্শনে ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি-দর্শন গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব দেশে প্রাচীনকালেই সংস্কৃতায়ন (Sanskritisation) ঘটেছিল। ”<sup>৪</sup>

“খ্রিষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে চিনাদের নিকট হতে বর্মীদের পূর্বপুরুষগণ ব্রহ্মদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থানকালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর তা দ্রুতগতিতে বার্মা (মায়ানমার)- আরাকান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দক্ষিণপূর্ব দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনুরূপভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গভীর প্রভাব ব্রহ্মদেশ ও তার জাতিগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। চাকমা, মারমা, বর্মী, শান প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃত ও পালি শব্দের বাহুল্য ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কের আরেকটি বড় প্রামাণ। ১৯৩২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে নীহার রঞ্জন রায়ের Brahmanical Gods in Burma - A chapter of Indian Art Incography’ নামে তথ্যপূর্ণ সচিত্র পুস্তকের মাধ্যমে জানা যায় ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে হিন্দু ধর্মের শিব, দূর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গণেশ প্রভৃতি দেবতার পূজার্তনার বিস্তার ঘটেছিল। চাকমারা হিন্দুদের বেশ কিছু দেবদেবী তাদের নিজেদের সমাজে পূজা করেছে, এবং সংস্কৃত শব্দও তাদের ভাষা আত্মস্থ করে নিয়েছে.....

ইন্দোচিনের মোন খেমর ভাষার মতো বর্মী ও শ্যামদেশীয় ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, মোন খেমর জাতি প্রথমে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করে, পরে বর্মী ও শ্যামীরা এদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে। এভাবেই হয়ত চাকমারাও ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত শব্দ প্রাপ্ত হয়.....।” ৫

অশোক বিশ্বাসের উল্লিখিত বর্ণনা খুবই চমৎকার, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেছেন চাকমা ভাষাকে পুরোপুরি বাংলা ভাষার মর্যাদা দেওয়া যায় না কেননা চাকমা ভাষা হলো ইন্দো-আর্য ও মঙ্গোলীয় ভোটবর্মি ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী বর্ণমালা স্বতন্ত্র ভাষা স্বীকৃতির এক শক্ত হাতিয়ার হিসেবে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তারা নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় তাদের আদিভাষা ভোট-বর্মি ভাষাগোষ্ঠীয় ছিল। এটি যৌক্তিকভাবে ধরে নেওয়া যায়। সুপ্রিয় তালুকদার তার লেখা *চম্পকনগর সন্ধানেঃ বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি* ৬ ও *নানা রঙের দিনগুলি* ৭ গ্রন্থে লিখিত প্রসঙ্গঃ চাকমা ভাষা প্রবন্ধে একইরূপ মন্তব্য করেছেন। অশোক বিশ্বাস আরো একটি চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে বাংলাপিডিয়াতে লেখা হয়েছে, চাকমা ভাষায় চিনা ভাষার মতো টোন (Tone) আছে, তবে তা প্রকট নয়। এটাও গৌরবের কম কথা নয় কারণ চাকমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায় খুবই গৌরবান্বিত। The Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে হার্বার্ট রিজলি বলেছেন, চাকমাদের মধ্যে দৈহিক গঠনে খাঁটি মঙ্গোলীয় ধরন শতকরা ৮৫.৫ ভাগ। ৮

# သင်ပုန်းကြီးစစ်စောင့်တွဲ

က	ခ	ဂ	ဃ	င
စ	ဆ	ဇ	ဈ	ည
ဋ	ဌ	ဍ	ဎ	ဏ
တ	ထ	ဒ	ဓ	န
ပ	ဖ	ဗ	ဘ	မ
ယ	ရ	လ	ဝ	သ
	ဟ	ဉ	အ	

နမောဗုဒ္ဓါယသိဒ္ဓံ  
အအာက္ခန္တိဥဉ္စီဇအဲသြသြော်အံအား

ବର୍ମି ବର୍ଗମାଳା

বর্তমান চাকমা ভাষায় ইন্দো-আর্য ভাষা পরিবারভুক্ত সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ইত্যাদি ভাষার শব্দ পরিবর্তনের (Adaptation) মাধ্যমে ঢুকেছে তা থেকে উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

## ক] সংস্কৃত

সংস্কৃত	চাকমা
অবসর	আজের
অমাবস্যা	আঙোচ্যা
অঙ্গার	আঙারা
অনড়	অলর
আঢ়ক	আড়িঃ
অল	আমিলা
আতঙ্ক	আদাঙা
ঋজু	উজু
উদ্ধার	উদার
উথাল-পাতাল	উভালফাল
হৃদয়	হৃদম
আত্মা	এদা
আধুয়া	এধাঃ
কলহ	কোল
কায়	কেইয়্যা
কতি	কধক
কৃপা	কির্বা
কোরক	কোরদ

গয়ব	গ-ব(অ)
চিস্তক	চিদিরা
চন্দ্র	চান
ছটা	ছদক
স্থিত	খিদ
দিব্য	দেবা
ধারা	ধেরাং
ধুকধুক	ধুনধুক
পঙ্ক	পেক
লক্ষ	ফাল
ফের	ফেবুয়া
পিচ্ছিল	বিজোল
ভাষা	ভাচ্
মানব	মানেই
মহিলা	মিলা
সঙ্গ	সাঙেই
সঙ্ক্যা	সাজন্যা
সমগ্রস	সমবচ্য
কুম	কুম, হুম

ইত্যাদি।

ইহা লক্ষণীয়, উল্লিখিত কিছু কিছু শব্দের বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন- স, ষ, শ-এর স্থলে চ, ছ, জ; প এর স্থলে ব; ত, থ, ট এর স্থলে দ, ধ; ক এর স্থলে গ ইত্যাদি। এরূপ পরিবর্তন ভোট-চিনা (Sino-Tibetan) ভাষাভূক্ত থাই-চিনা (Thai-Chinese) ও ভোট-বর্মি (Tibeto-Burmese) উভয় ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ময়মনসিংহ

ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষায়ও এরূপ ধ্বনিতত্ত্বের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।  
 সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন, “The dialects of Bengali fall into four main classes, agreeing with the four ancient division of the country; Radha, Pundra or Varendra; Vanga ; and Kam-rupa. Radha and Varendra, and to some extent Kam-rupa, have points of similarity which are absent in Vanga; and the extreme Eastern forms of the Vanga Speech, in Sylhet, Kachar, Tippera, Noakhali and Chittagong, have developed some phonetic and morphological characteristics which are foreign to the other groups. A great deal of these has unquestionably an ethnic basis. The differences in pronunciation and stress, as well as in general enunciation and grammar, which are observable in the Bengali of a Manbhum peasant, and in that of one from Maimansing, are certainly connected with the fact that one is mainly Kol (or mixed Kol and Dravidians), and the other modified Bodo (Tibeto-Burman), by origin”<sup>১০</sup>

### খ) প্রাকৃত

প্রাকৃত

উত্তর-উর্ধ্ব

জিন

পলায়

মুই

সোয়াদ

সাক্ষাম

মজ্জিম

চাকমা

উভা

জিনা

পলাপলি

মুই

সুয়াদ

সাঙু

মাঝোং

ইত্যাদি ।

গ] পালি

পালি

জাঙেল

ভন্তে

ইত্যাদি ।

চাকমা

লাঙেল

ভান্তে

ভোট-চিনা ভাষার থাই-চিনা ও ভোট-বর্মি ভাষা পরিবারভূক্ত বিভিন্ন ভাষা হতে চাকমা ভাষায় আগত কিছু কিছু শব্দ সন্নিবেশিত হলো ।

ক] থাই (শ্যামী)

থাই

অ(Ao)

কুঝা

কন্তি

কাবেং

থুঃ

পেন্নই পেন্নই

চাও-পাহুই

পঙ

ফুছি

ফি

বান

চাকমা

অ:

কুজ্যা

কুন্তি

কাঙ্ঘ্যাং

জুঃ, জুঃ জুঃ

পেলেপেলে

পাহু

পঙা

ফু:জি

ফি

বান

বাংলা অর্থ

হাঁ

মরিচ ইত্যাদি গুড়ো করার  
পাত্রবিশেষ

Traditional drinking  
water pot

বাঁশের তৈরি ঝুড়িবিশেষ

নমস্কার

Full to the brim

চুলা

ফুল

Parslay

Spirit

ঘর, বাসা



ব	ব	সুতা, লতা, বাতাস
ম্যাং	ম্যাং	বিড়াল
লেৱে, লেৱেৱেলে	লাৱে,	ধীৱে, ধীৱেধীৱে
	লাৱেলাৱে	
আউম (খেমর)	আউম	বাঘ
ম	মু	পাতিল
চাম	জাম	Rice bowl
ইত্যাদি।		

### খ] অহোম (Ahom)

অহোম	চাকমা	বাংলা অর্থ
অহুমা	অহুমা	বড়, বৃহৎ
ইয়াত্	ইয়ত	এখানে
কপকপিয়া	কোপকোপেই	Fitted to a tenon and mortice, অন্ধভাবে বিশ্বাস করা
কেংকেং	কেংকেং	The cry of a dog when beaten
খোনা	খন	A Stammerer
খুচ	খুচ	পদচিহ্ন
গোজাংগোজাং	গোজাংগোজাং	দ্রুত পদক্ষেপ, to walk in a abstracted manner
ঘেকেচ	ঘেঘেচ্যা	সত্যিসত্যি
চলোভলো	চুলুভুলু	Volatile, garrulous
চক, চকচক	চক, চকচক	উপযুক্তপরি জিনিষ রাখা
জোন	জুন	চাঁদ

জুম	জুম	Shifting cultivation
জুকিয়াই	জুগুল, জুকুল	Get up, the style of equipment or costume
জলোই	জলোই	পেরেক
তদা	তদা	গলা
তাঙ্গল	তাঙ্গল	দা, দাও
তকতগাই	তিকতিগাই	কাঁপা
খুপাই	খুবাই	To assemble
থেনথিনিয়া	থেনথেনি, থেনথেন্যা	Clammy
থোয়া	থনা	রাখা
থিয়েই	থিয়েই	Standing position
দেই	দেই	A word use in making familiar requests, as you will, won't you? Do please
ধ	ধ	Rice measuring pot
ধামা:	ধামা	রামদা
পিলোপিলো	পেলেপেলে	Full to the brim
পা-হ	পা-হ	চুলা
ফুচুচা	ফুচুচা	Vain, trifling
ফঙফঙা	ফাকফাক্যা, ফাঙফাঙ্যা	বাচাল
ফিচফিচিয়া	ফুচফুচ্যা, ফেচফেচ্যা	Easily torn, rotten, old (applied to to clothes)

ফেদা	পেদা	মল, dirt
ভেবেকা	ভেভেক্যা	নরম
ভোলভোলিয়া	ভোলভোল্যা	Talking in a boisterous manner, high growth
ভুলুঙভালাঙ	ভুলুংভালাং	Looking this way and that, The doing anything carelessly
মু	মু	পাতিল
মেদেলা	মেদেরা	নরম, দুর্বল
মেংর	মেংর	গা দিয়ে বসা
মুলুক	মুলুক	আভাঙ্গা চাউল
মোক	মোক	স্ত্রী
লাং	লাং	প্রেমিক, পরকীয়া
লকতক	লকতক, লগততগত	টাটকা, তরতাজা Then and there
লেঃ বা	লেংবা	Having an imperfect articulation to creep
লেংবাই	লেংবাই	To spread as vine or fire
লেবলেবাই	লেবেলেবে	To lisp, lispig
সমাই	সমাই	To enter, going in
হোলহোলিয়া	হোলভোল্যা	Artless, frank, simple
লাহে লাহে	লারে লারে	ধীরে ধীরে

ইত্যাদি ।

থাই জাতি তিনটি দলে বিভক্ত, Thai Yai, Thai Noi ও Thai Ahom. Laotion এবং Shan রাও তাদের cousin. ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে Suku-pha এর নেতৃত্বে অহোম বা আহোমরা (Ahom) প্রাচীন

কামরূপে প্রবেশ করেছিল। তারাই দেশের নাম রেখেছিল আসাম, প্রায় ৬০০ বছর ধরে (১২২৮-১৮৩৮) তাঁরা রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমান আসামের ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাভূক্ত, যা বাংলা ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু অহোমদের আদিভাষা ছিল থাই-চিনা। Suku-pha এর রাজধানী চরাইদেও এর গ্রামের অধিবাসীরা আজো থাই ভাষায় কথা বলে এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেনি। যাহোক, উল্লিখিত শব্দগুলি সংস্কৃত হতে আগত নয় বলে মনে হয়, কয়েকটি শব্দ থাই, অহোম ও চাকমা ভাষায় বিদ্যমান যেমনঃ প্লেই প্লেই - পিলোপিলো পেলোপেলো; চাও-পাহুই-পা-হ-পা-হ; লেরেলেরেদ, লাহেলাহে-লারেলারে ; ম-মু-মু ; ইত্যাদি। এগুলো নিঃসন্দেহে থাই - চিনা ভাষাভূক্ত শব্দ।

গ] বর্মি-আরাকানি-মারমা

বর্মি-আরাকানি- মারমা	চাকমা	বাংলা অর্থ
আখিয়ং	আখ্যাং	অভ্যন্ত
আরাং	আরাং	মূলধন, আসল
আং	আং	Sketch
আখ্যাআখ্যা	আখ্যাআখ্যা	Not cordial
আনক	আনক, আনক্যা	পশ্চিম
কাহ্	কাহ্	বাটি
ক্রা	কুরা	মোরগ
ক্রেইংমরো	করম (পুক)	ছাড়পোকা
ক্যাং	ক্যাং	বৌদ্ধমন্দির
ক্যাংথাবা	ক্যাংথাবা	Food collector for monk
খেজা	খিসা	Treasurer

খক্যা	খক্যা	A kind of small tiger
খ্ৰেংখ্ৰেং	খেংখ্ৰেং	Mouth-harp
কং	গম	ভাল
গংসা	গঝা	Clan
চাং	চাং	মাচান
চাঙি	চাঙি	Yellow-robe
জাদি	জাদি	Pagoda
টঙ	টঙ	পাহাড়
তেইরাং	তারেং	পাহাড়চূড়া
তেইংবাং	তেম্মাং	পরামর্শ
খামিংটঙ	খামিংটঙ	ভাতের পাহাড় (পূজাবিশেষ)
থুং	থুম	শেষ
ধা-বাঁই	ধাবেং	Village headman next to roaza, name of a clan
পস্নাং	পিলাং	বোতল
প্রং	পরং	To shift
পাঙেই	পাঙেই	দাঁড়
পং	পং	The roof of a country boat
পাইন্দু	পাইন্দোক	Smoking pipe
পোঃ	ফুঃ	মন্ত্রবিশেষ
পাঁই	পঙা	ফুল
পোয়	পোয়	খাবারসহ প্লেট

ফি	ফি	Spirit
ফারেক	ফারেক	Buddhist sutra
ফাং	ফাং	Opening, inauguration, invitation to monk
ফুংফাং	ফুংফাং	Extravagance
মং	মং	ক্যাং এ রক্ষিত ঘন্টা
ফিয়ং	ফিয়ং	A wooden bowl for pig's food
ফেওয়া	ফেবুয়া	A kind of small fox
মঃ	মঃ	চিহ্নিত
মোইনসাং	মোনসাং	Religious novice
পোয়দাং, মোয়জাং	মেজাং	টেবিলবিশেষ
মেয়া	মোক	স্ত্রী
লাং	লাং	স্বামী/পরকীয়া
নালে	লে:	বুঝতে পারা
মা	মাই	মধ্যে
সাঃ	সঃ সাঃ	বাচ্চা, সন্তান
রংরাং	রংরাং	বড় পাখিবিশেষ
বগোলিঃ	বগোলিঃ	কলাগাছের তরকারি
হলাংহলাঙ্যা	হলাংলোঙ্যা	একাকীত্ব অনুভব কর, খোলামেলা
ডাং	ডাং	ছেলেদের খেলাবিশেষ
সোয়াইং	সোয়েং	বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খাবার
গমবং	খবং	পাগড়ি
ফ্রা	ফরা	ভগবান
ইত্যাদি ।		

## ঘ) ত্রিপুরা

ত্রিপুরা	চাকমা	বাংলা অর্থ
আচু	আজু	ঠাকুরদা
খাচি	খাজি	মদ্য পানের সাথে যা কিছু খাওয়া হয়
সাল	বেল	সূর্য
লাং	লাং	পরকীয়া
ইত্যাদি ।		

## ঙ) চাক

চাক	চাকমা	বাংলা অর্থ
আখুং	খুম	শেষ
পেলাং	পিলাং	বোতল
আ-পং	খবং	পাগড়ি
তেংরাং	তারেং	পাহাড়চূড়া
রংরাং	রংরাং	বড় পাখি বিশেষ
আঃ সাঃ	সঃ সাঃ	বাচ্চা, সন্তান
মরং	মরং	গভীর জলের খাদ
মঃ মঃ	মঃ, মঃ মঃ	চিহ্নিত
হিংহুং	খেংহুং	Mouth harp
ফোয়াং	ফাং	Opening, inauguration
আখ্যাং	আখ্যাং	অভ্যন্ত
ইত্যাদি ।		

উল্লিখিত শব্দগুলি আরাকানি ভাষার সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ ।

## চ) লুসাই-পাংখুয়া-বম

লুসাই-পাংখুয়া/বম	চাকমা	বাংলা অর্থ
পোলান	পল্লান	দক্ষ শিকারি
ফিয়া	ফিয়া	থলি, ঝোলা
লাং	লাং	প্রেমিক, পরকীয়
ইত্যাদি ।		

চাকমা ভাষায় প্রচুর শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যেগুলো ইন্দো-আর্য ভাষাভূক্ত বাংলা ও অন্যান্য ভাষা হতে আগত নয় বলে প্রতীয়মান হয় । নিম্নে উদাহরণস্বরূপ বেশকিছু শব্দ সন্নিবেশিত হলো ।

চাকমা	বাংলা অর্থ
অদংগরল(অ)	গোঁয়ার
অমগদ (অ)	খুব, ভীষণ
অধক:	মুরগির ডিম পাড়ার খাঁচা
অঘলক	সবুজ ঘুঘুবিশেষ
অবাং	সর্বত্র
অজা	টেকির মুষল
আয়লোম	সর্বদা, নিত্য
আদাম	গ্রাম
আহল্যাং	আদর, সোহাগ
আলিম্ম	দুর্বল, উৎসাহহীন
আবাধাঃ	হঠাৎ
আবুজা	হেলান দেওয়া, আশ্রয় লওয়া
আইপাই	গোপন সম্পর্ক (বিশেষতঃ প্রেমের ক্ষেত্রে)
আঘেয়া	বিতৃষ্ণা, অরুচি, অনিচ্ছা



আহো	ঝুল
আরাভা	জলবসন্ত
আবারা	বন্ধ করা (বিশেষতঃ দরজা, জানালা)
আবাঙ	Tumour
আবাংপাং	সম্পূর্ণ খোলা
আরুক	ছবি
আধিক্য	হঠাৎ, অসাবধানবশতঃ
ইঙিল্যা, ইরুক	আজকাল, বর্তমানে
ঈজোর	ঘরের সম্মুখ অংশ
ঈদি, কেরাপ, কাবুক	ফাঁদ
ঈল	তৃপ্তি
ইনাহ্	শিং দ্বারা প্রাণীর আঘাত
ইজু	ত-প্রত্যয় (যেমন তোমাকে ত বলেছি)
উজুনা	সিদ্ধ
উজোল	বার, পালা
উরুং ধুরুং	রেগে চোটপাট
এংরা	মাংস
এংলে-লেং	ফ্যালফ্যাল
ওজেলং	বাড়ির পেছনের কক্ষ
ওয়াং	বড় পাখিবিশেষ
ওল্	হারানো, distracted
ওরোলি	Red ant
ওলিপ	অলস
ক	ঘুঘু
কগোই	চিরুনি

কুচ্যাল	আ'খ
কজ্যা	ঝগড়া, বিবাদ
কামা :	ঢালু জায়গা
কাংকাংঘাংঘাং	ঝগড়াতে স্বভাব
কবরক্	একপ্রকার ধান
কিচিং, কিজিং	দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান
কোচ	ভালবাসা, ভালোলাগা
কেরেদ	বেত
কুজুক	অসম্ভব, মতের অমিল
কঙাত্যা	বাঁকা
কদরা, কাহ্	বাটি
কেবাং	কলা পাতায় রন্ধন প্রণালী
কিজাক	চিৎকার
কাবিদাং	পথপ্রদর্শক, পথিকৃৎ
কেনা	প্রতিশোধ
কুদুক	সজারু
কইয়াং	আলুবিশেষ
কেরেং-জু	দোলনা বুনার ডিজাইন
কুরুম, কুরুঙ	খাদ
কলগ	উপত্যকা
কুরবা	চাটনি
কজহলা	মানসিক নির্যাতন
কানজি	হাস্তা মদবিশেষ
কোবোই	জামাবিশেষ
কেরঙ	কিছুটা পাগলাতে ধরনের
কেরেঙা	Epilepsy, syncope

কানটা	গুলতি, catapult
কিদিং	অত্যাধিক জ্বরে কাঁপা
কোলি	কৃপণ
কাঙগেরেঙ	শক্ত
কাজা, কাজানা	পরিস্কার করা
কেদেক কেদক	খিলখিল হাসি
কেদি, কিদি	A man of small size
কোজলি	মিনতি
কমলে	কখন, কোন সময়
কুরে, কুরেকুরে	কাছে, নিকট, কাছাকাছি
কেনাহ	বণ্য, জংলী
কোরলি	বাগি
খচ্চ, খচ্চনা	নড়চড়, লড়চড়, নড়েচড়ে এগোনো
খেত্রাং	শাকবিশেষ
খজাঃ	আনা
খনচুচক	অল্পতেই বিরক্ত বোধ করা, moody
গঙ, গং	উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা
গাই, গাইগাই	একা, একলা
গুদি	কামরা, কক্ষ
গুত	বোতাম
গুদুঙ	ছোট মাছবিশেষ
গঙে, গঙেগঙে	Without changing the motion
গেলং	এক প্রকার ধান
গিরিং	ঐ
গা-ক	ক্রেতা
গুলুক	কৌটা

গোযেই

গোদেল

ঘুঙুরা

ঘুঙুঘুরুঙা

ঘেয়াঙ ঘেয়াঙ

চক্ক বক্ক

চিং চিং

চিলাং তিক তিক

চিমচিম্যা

চুঙ চুঙি

চংভং

চিগিদাং

চুডুল

চুডুলাং

চাত

চিশ্তত

চাদারা

চল, চলাচলি

চেঙেলেং

চগদা

চদর-অ

চঙরা

চিম়েয় চিম়েয়

চিরিঙ

To handover, surrender

অনেক, প্রচুর

পোকাবিশেষ

অতিশয় বৃদ্ধলোক

Not fluent in other languages  
except own

থতমত, হতবুদ্ধি

পাখিরব

ভৌ-দৌড়

ধারালো

বিষাক্ত পাতা, বাঁশের ছাল যা গায়ে

লাগলে চুলকায়ে

যে কোন উপায়ে

খাওয়া-দাওয়ায় ঘিনঘিনে ভাব

শায়িত

বিবাহপূজা

চামুকবিশেষ

Sudden pain

Bottom, bed sloping

Joke, mock

অচলাবস্থা

কাঠবিড়ালী

উলঙ্গ

বড় হরিণ

Slightly, little, approximately

ছোট

চুঙচুঙ	লুকোচুড়ি খেলা
চেঙ	Piece of soil
চেরাঙ চেরাঙ	Shedding of tears, crying
জগদাং	A man of peculiar character
জঃঘাং	পোশাক fit হওয়া
জু-চ্	নীরব
জুরগা	A kind of triangular basket for placing traditional drinking water pot and other household things
জগরা	মিষ্টি মদবিশেষ
জক	বগল
জেম, জামি	মাড়ি
জুং	পিপা
জদেবদে, যদেবদে	সত্যিসত্যি
ঝাঝিঃ	ধমক
ঝুং	বেহেডমাতাল
ঝুরুত্ , চুরুত্ ,	মুহুর্তে
ভুরুত্	
ভেনজং, তেনজং	বাঁকা
মেনজং	
তোচ্যা	বিরক্ত
তিনাং	খুশিতে লাফালাফি এমন ভাব (মন্দ অর্থে)
তিদিক তাদাক	ভারসাম্যহীন
তেজা	গেল বছর

তিদিক তিদিক	Moving to and fro
তুক	শীর্ষে
তগা, তগাই	খুঁজা
তমুক	পটাসি, প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ
তুম	সুগন্ধ, সুতা পাকিয়ে দলা করা
তারুম, তারেঙ	গহীন বন
তাকতাক্যা	তেজ, শক্তি, উত্তেজনা, ঝগড়াতে
তেঙেজাং	দোলনা দোলানোর কায়দা
তানজাং	জলপ্রপাত
তাঙ	Certain level
তাঙল্যে	সময় হলে, পারলে
তুঙ	Affection, love, fondness
তরুর	Magic, magical power
ভেগেন	ঘরের ছাদের বিম, beam
তুগুন	উঁচু বাঁশ, সুবিধাবাদী
ভাগদ ভাগদ	Throbbing sensation
ভজিম	ইচ্ছা বা আখাঙ্খা, উদ্দেশ্য
থবা, থবা থবা	Afraid, panic, fear alarm
থিবরক	Thrilling, ধেমে যাওয়া
থেদেলাঙ	Rattling, babbling
থক	Depth, support, contact, stake
দাঙদাঙ্যা	প্রখর, তীব্র
দু-র	কচছপ
দুয়্য	পাখির ডানা
দক	কড়া
দলং	খাঁচাবিশেষ

দাবা	হকা
দেম	Swollen muscle of body
দেরেঙ	বাঁকা
দুবাদুবি	তড়িঘড়ি, তাড়াহড়ো
দিক, দিগ	Shoot of a plant
দাভা	বরপক্ষ কর্তৃক কণে পক্ষকে দেওয়া প্রতীকী (টাকা)
দলুক	A kind of edged bamboo blade
দাভা	Wildfire
দাদ-অ	পুরু, মোটা
দাহ্ম	Fat, চর্বি
দালি	Offering, sacrifice, victim, bribe
দেইয়্যা	A kind of poisonous ant
দোথ্যা	Exceedingly, highly, very much
ধুংক	ঘুঘু পাখিবিশেষ
ধুদুক	বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
ধক, ধক্যা	মত, মতন
ধক	রূপ, লাভন্য
ধিকধিগাই	কম্পন
ধচ	সময়সীমা
ধেং	দুই, দুইমি করা
ধেঙা	দুট
ধারাচ	ইচ্ছা
ধাক, ধাগ, ধাগত	পাশে

ধিক	A kind of leech
ধুধুহাং	বাজপাখি
ধু-র	নালা
ধগেধগে	Exactly, accurately
ধুঙধুঙা, দুপদুপ্যা	চওড়া, উন্মুক্ত পথ
নাদেং	লাটিমবিশেষ
নুদি	Stylish
পবং পবং	উচ্চস্বরে অনর্গল কথা বলা
পেদা, পেদানা	To collect, pick up
পেরাক	Thunder clap
পেরাঙ	হ্রদ
প-ন	পরিষ্কার, crystal clear (পানি)
পুহল্যাং	বাঁশের তৈরি ঝুঁড়িবিশেষ
পোয়দ্যা	সিঁড়ি, ধাপ
পুত্তিং	ছোট ফলবিশেষ
পেগাত্যা	অরুচি
পেরেং পেরেং	টোল পিটিয়ে কথা প্রচার করা এমন ভাব
পোগন	ভাপে সিদ্ধ করার পাত্রবিশেষ
পাদারা	ভীতু
পেলাং	উপচে পড়া
পিয়োক পিয়োক	তীব্র শীত
পঙ্জন	রূপকথা, গল্প
পালঙ	আসক্তি
পোত্যা	ভোর
ফেজাকচাক	আলুখালু (চুল), অবিন্যস্ত



ফদাংতাং	ভোরের আলো
ফেজা;	ঘরখুটা, আবর্জনা
ফেঃচ	ঠাটা
ফুত	কাদা
ফুচ্ফুচ্তুচ্তুচ্	Sensitive
ফেধাঃ	অবজ্ঞা, তচ্ছিল্য সূচক শব্দ (ক্ষতি অর্থে)
ফুজুরুক ফাজারাক, ফুজুক ফাজাক	উষ্কখুষ্ক, শ্রীহীন, অবিন্যস্ত
ফার	কোমর
ফাণ্ড	Powder, partide
ফাঝাঃ	Habit, charater, behaviour (মন্দ অর্থে)
ফিবলক	Cross, one line across another
ফেদা	মল
ফাত্তুয়া	ভবঘুরে
বোরগি	গিলাপ, লেপবিশেষ
বাম	এলাকা
বিদিঙ্ বাদাঙ্	Sudden, abrupt
বাঝা, বাঝি	লাগা, স্পর্শ করা
বিজক	উপখ্যান, অতীত কাহিনী
বানা	শুধু
বোহ্লি	বিয়ের সময় কনেকে দেয়া অলংকার ও পোশাকাদি
বাগোর	ধনেপাতা

বাৰ্গি	পৌৰাণিক পাখিবিশেষ
বাচ্ছেই	অপেক্ষা
বাদোল	ধনুঃ
বনা	গোছা
বारेং	বেতের ঝুড়িবিশেষ
বজ্জং	খারাপ, মন্দ
বিগিদি	Joke, fun
বেন	Loom
বদানা	গুটানো
ভেদেলাম	খবর, information
ভুঝুম্ম	বিরোট, প্রচণ্ড
ভালোক	অনেক
ভুংভাং	এলোপাতারি কিল ঘুমি মারা
ভুলং	কাঁশফুল
ভুদি	বোচকা, পোটলা
ভঙআ	ঘুরে বেড়ান, ঘুরাঘুরি
ভধা, ভধানা	Pinch, to scratch, nip with finger
ভাধালি	চোরকাঁটা
ভান্গ্যা	খারাপ
ভ	সুবিধামত, সুযোগ বুঝে
ঝিঝা	সন্দেহ পরায়ন (স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে)
রমসম	Hot tempered man
রাত	অভাব, আকাল, দুৰ্ভিক্ষ
মোন	পাহাড়-পর্বত

মঃ মঃ চুচু	চটপটে নয়, ফিটফাট নয়, unsmart
মেদেদে	উচ্ছিষ্ট খাবার (গালি অর্থে)
মাধান	বেলা, সময়
মাজ্জারা	চিহ্ন
মমাঃ	শিমবিশেষ
মাহল্যাং	ফলবিশেষ
মেরাং	বেশি পরিমাণ
ম্যেং	গুণ্ডধন
মেধরি	মাখাবোল
মরং	গভীর জলের খাদ
মেঝক কেঝক	দুমড়ানো, মোচড়ানো
মঙ্চা	Depressed, gloomy, melancholy
মাহলা	Castrated, barren, sterile
মালেয়া	Neighbours of a village that gathered for helping to others
মেহলা	To throw
মেহ্ঝা	To push
রে-রে	শেষ মুহূর্তে
রিবাং	মূল কাণ্ড, অন্তর
রান্যা	পরিত্যক্ত স্থান, ক্ষেত্র
রেং	আলুবিশেষ
রেইং	আনন্দ-উল্লাস সূচক ধ্বনি
রেনারেনি	মুখোমুখি
রুখ্যাং	গহীন বনাঞ্চল
রিপরিপ	দৃষ্টির শেষ প্রান্ত

লঙা	হেলা, নতি স্বীকার
লামা	বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (তিব্বতি লামা)
লুঙি	Throw, Throwing out
লুরা	মশাল
লুর	পশুপাখির ঘর
লাঙেল	ঢালু পাহাড়ি পথ
লুঙুর	অতিবৃদ্ধ
লেমম	পাতাবিশেষ যা শাক হিসেবে খাওয়া যায়
লবিয়ত	আপ্যায়ন
লেঃ	বুঝা, অনুমান করা
লং-ঞং	নড়চড় ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকা
লুমা, লুঙা	পৌছা
লুধুঙ	লাউর খোল
লেজা	টানা ঘুম, শামুকবিশেষ
লিয়ং লিয়ং	টোটো করা
হলাং হলাঙ্যা	একাকীত্ব অনুভব করা, খোলামেলা
ল্যে ল্যে	শুকর ডাকা
লাক, লাগত	নাগাল পাওয়া
লাভাক	Rope for carrying basket of back
লুলঙ	Appeal for love, affection
সেরে, সেরেসেরে	মধ্যে, মাঝে মধ্যে
সিলুম	জামা
সাবারাং	A kind of leaf used in cooking
সিংগবা	বসার ঘর, Drawing room

সমারে	সাথে
সালেন্সিয়া	Not clammy
সামলক	গিরগিটি
সাব্বি;	ঘরের চালের নিচে
সোর	মেরামত
সেদাম	যোগ্যতা
সুম	নষ্ট
সুমসুম	অনর্থক
সান	মত, মতন
সাঙ	আমাশয়, চিতা পড়া
সাঙসাঙ্যা	পরিস্কার পরিচ্ছন্ন
সুক	খুঁজে পাওয়া
সান্তাই	নড়াচড়া
সর-অ	ঢাকনা
স'লা	হেচকাটান, একদা
সনভন-অ	চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতির লোক
সাল	কাঁটা
সচ	Loose, slack
হোয়াঙ	দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান
হুয়াঙ হুয়াঙ	সসংকোচে
হাংগেলেত্যা	সরগোল
হক	কুজোঃ ভাজ করা
হাঙেল	মেরুদণ্ড
হং হং	উঁচু
হেঘা;	ভোতা
হাং	পূজাবিশেষ

হর-অ	টক, চুকা
হাম	স্বীকার করা
ছপ	উচ্চতা
হগরা	The oppsite portion of the knee
হালিক	কিষ্ট
হত্‌তাল	ঝগড়াটে
হাফ	উৎপেতে থাকা
হার	ছাই
ইত্যাদি ।	

উল্লিখিত অধিকাংশ শব্দের ধরণ ও ধ্বনিতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এগুলো ভোট-চিনা ভাষাভূক্ত থাই-চিনা ও ভোট-বর্মি ভাষার শব্দ, তবে কিছু কিছু শব্দ বাংলার প্রভাবের কারণে কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে। অপরদিকে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত কিছু কিছু শব্দও অনুরূপভাবে থাই-চিনা ও ভোট-বর্মি ভাষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে পারে। এরূপ সংস্রবে কিছু কিছু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলেও ধারণা করা যায় যেমন মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের কথাই বলা যাক। বর্মি ভাষায় তিন পাহ্ -ডে (Tin pah-de) শব্দের অর্থ ধন্যবাদ। বর্মি ভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে ধন্যবাদ শব্দটি হয়ে গেলো তিন পাহ্ -ডে, হংসবতী হয়ে গেলো হাইসাওয়াদি (Hansawaddy), ইংরেজি শব্দ হোটেল হয়ে গেলো হোহ্-টে (Hoh tay) ইত্যাদি। আর থাই ভাষায় থোরোসপ অর্থ হলো টেলিফোন যা বাংলা ভাষায় দুরালাপনী, সংস্কৃত ‘দূরশব্দ’ থাই অনুবাদ ও উচ্চারণে দাঁড়িয়েছে থুরসপ, এই থেকে হলো থোরসপ বা থোরোসপ, অনুরূপভাবে পঞ্চম পবিত্র হয়ে গেলো ‘বেধগম বোফিং’, বিষ্ণুলোক হয়ে গেলো ‘পিংসানুলোক’, ব্রজপুরী হয়ে গেলো ‘ফেচাবুরি’ ইত্যাদি।”

অতএব উল্লিখিত সকল তথ্য ও বর্ণনার আলোকে বর্তমান চাকমা ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষা ও মোঙ্গোলীয় ভোট-বর্মি ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত একটি স্বতন্ত্র ভাষা কোন সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ্য যে বাংলা ভাষায় প্রচুর দেশি শব্দের প্রচলন আছে যেগুলো সংস্কৃত থেকে আগত নয়। এই শব্দগুলো কোল অথবা ভোট-বর্মি ভাষার শব্দ বলে অনুমিত হয়, যেমনঃ আলু (গোলআলু), উচ্ছে (তিতাকড়লা), উদো, উধো (নির্বোধ), কচাল, কোচল (ঝগড়া), করকচি (কোমল), কাত, কাং (পার্শ্ব, এক পেশে, যেমন-ভয়ে কাত), কানি (জীর্ণ বস্ত্রখন্ড), কুঁড়ে (অলস), কোপ (ধারালো ভারী অস্ত্রের আঘাত), কোলা (মোটো, (যেমন-কোলা ব্যাঙ) গুলামিশে একাকার করা), ডাব (কচি নারিকেল), দর(মূল্য), খলখল (উচ্চহাস্যধ্বনি), খাট, খাটো (ছোট, বেঁটে, যেমন-খাট গড়ন), গলদা (একপ্রকার বৃহদাকার চিংড়িমাছ, মোটা, যেমন-গলদা চেহারা), গিমা (তিক্ত স্বাদ ভক্ষ্য শাকবিশেষ), গিলা (চেপ্টা ও মসৃণ লতাকলবিশেষ) গেতো (দীর্ঘসূত্রী, অলস), চুকচুক, চকচক (জিহবা দ্বারা তরল পদার্থ পান করার শব্দ), চপচপ, চপচপে (আদ্রতাব্যঞ্জক শব্দ, অত্যন্ত ভিজা), চাঁই (বংশশলাকায় নির্মিত মাছ শিকারের জালবিশেষ), চাড়ি (মাটির বড় গামলাবিশেষ), চেঙ (শোল জাতীয় মাছবিশেষ), চেঙড়া (তরুণ, অপরিণত বুদ্ধি), ঝিন ঝিন (রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার দরুণ শরীরে কোন স্থানে অসাড়তা, ঈষৎ যন্ত্রণা ও কম্পনের অনুভূতি), টেক (অন্তরীপের মতো নদ্যাতির মুখ, যেমন-গাঙের টেক), ডুমা, ডুমো (খন্ড, টুকরা যেমন-ডুমো ডুমো করে আলু কাটা), ঢক(গড়ন, আকৃতি), ঢপ (টুপ বা টপ অপেক্ষা জোর শব্দ, ভারী জিনিস পড়ার শব্দ), দাবনা (উরুর মাংসল স্থল, হাঁটুর উপরিভাগ), ভুজংভাজাং (অসত্য বা অকিঞ্চিৎকর যুক্তি-তর্কাদি দ্বারা বুঝ বা প্রবোধ), ম্যাড়ম্যাড় (মালিন্যের

বা অনুজ্জ্বলতার ভাব প্রকাশক), হোল(অভকোষ), হোলা-মর্দা (হোলা-বিড়াল), হাঁফ, হাঁপ (দীর্ঘশ্বাস, দম) ইত্যাদি।<sup>১২</sup>

উল্লিখিত শব্দগুলোর মধ্যে চাকমা ভাষায় বেশ কিছু শব্দের প্রচলন আছে, যেমন-কানি, কোচল (কোল), গৌতো (গাত্যা), গিমা (ধিমা), চুকচুক, গুলা, চপচপ (চুকচুক), চাঁই (চেই), চাড়ি, চেঙ, দর, ঝিন ঝিন, টেক (টেক), ডুমা, ডুমো (দমা), ঢক, ঢপ, (ঢুপ), দাবনা (দাবানা), ম্যাড়ম্যাড় (মেড়ামেড়া), হোলা (অলা), ইত্যাদি। কাজেই এই শব্দগুলো ভোট-বর্মি ভাষার শব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়। অশোক বিশ্বাস মনে করেন, ভোট-বর্মি ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি যাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় সম্প্রসারিত হয়েছে তারা হলো রাজবংশী, কোচ, মেচ, হাজং, চাকমা ও চট্টগ্রামি বাঙালি। তাছাড়া গারো, ত্রিপুরা ও অন্যান্য বোড়ো ও কুকি-চিন ভাষা থেকেও কিছু কিছু শব্দ ও ভাষার উপাদান বাংলায় এসেছে।<sup>১৩</sup>

### তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, vol-v, part II, Calcutta, 1903, p321
২. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮ পৃঃ ১৮৮
৩. ঐ পৃঃ ১৮৮
৪. ঐ পৃঃ ১৮৯ (সূত্রঃ Suniti Kumar Chatterji, *Kirata-Jana-krti*, 1<sup>st</sup> (ed), 1951 (Calcutta: The Asiatic Society, 1998) PP-4-5)
৫. ঐ পৃঃ ১৮৯-১৯০ (সূত্রঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এশিয়া-খন্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ও প্রভাব সাংস্কৃতিকী, ২য় খন্ড, (কলকাতাঃ বাক-সাহিত্য, ১৩৭২) পৃঃ ১১৫)



৬. সুপ্রিয় তালুকদার, *চম্পকমেগর সন্ধানে: বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি*, উসাই, রাজশাহী, ১৯৯৯, পৃঃ ১৩১
৭. সুপ্রিয় তালুকদার, প্রসঙ্গ: চাকমা ভাষা, *নানা রঙের দিনগুলি*, রাজশাহী, ২০১০, পৃঃ ১৮৩
৮. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ২০১,
৯. H.H.Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, 1998, p-169
১০. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, vol,I Calcutta, 1975, p-138
১১. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৪০, পৃঃ ৫১০-৫১১।
১২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত *সংসদ বাংলা অভিধান* (তৃতীয় সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৭১, (চতুর্থ সংস্করণ), ১৯৮৪।
১৩. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ৫।

## বর্ণমালা

চাকমা বর্ণমালা আকৃতিগত দিক থেকে কম্বোডিয়ার খ্মের (Khmer) ও বর্মি বর্ণমালার সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এই বর্ণমালার উৎপত্তি হলো প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মীলিপি। বার্মার (মায়ানমার) ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্ভবতঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারত থেকে ভারতীয়রা বার্মার দক্ষিণপূর্বাংশে কয়েকটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। তারাই এই বর্ণমালা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়েছিল। কম্বোডিয়া, শ্যাম (থাইল্যান্ড), আনাম, লাওস এবং বার্মার দক্ষিণাঞ্চলে এই বর্ণমালার প্রচলন ছিল। তখন দক্ষিণ ভারতের সাথে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ভাবতে অবাক লাগে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভাষার বর্ণমালাও এই ব্রাহ্মীলিপি হতে প্রাপ্ত, চাকমা ও বর্মি বর্ণমালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ জি.এ. গ্রিয়ারসন চাকমা বর্ণমালা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “-----It is written in an alphabet which, allowing for its cursive form is almost identical with the khmer character, which was formerly in use in Cambodia, Laos, Annam, Siam and at least the southern parts of Burma. This Khmer alphabet is in its turn, the same as that which was current in the south of India in the sixth and seventh centuries. The Burmese character is derived from it, but is much more corrupted than the Chakma.”

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র চাকমার সহযোগিতায় গ্রিয়ারসন তার লিখিত *Linguistic Survey of India* (vol-v, Part II) গ্রন্থে চাকমা বর্ণমালা সর্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে

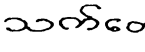









নোয়ারম চাকমা চাকমা পত্থম শিক্ষা বইটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠন এবং অনেকে নিজ উদ্যোগে চাকমা বর্ণমালার বই প্রকাশ করে। এতে এই বর্ণমালা শিখার সুযোগ হয়েছিল।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত অন্যান্য সকল সুবিধাদির মধ্যে এই অঞ্চলে বসবাসকারী সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের স্কুলে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি নিজ নিজ মাতৃভাষায় ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার অধিকারও অর্জিত হয়। যেহেতু অতীতে চাকমা বর্ণ হাতে লেখা হতো, শত বছরের এলাকা বা ব্যক্তি ভেদে বর্ণের আকৃতি বদল হতে পারে এবং নামও এক থাকা অসম্ভব কিছু নয়। এসব বিষয়াবলী নিরীক্ষা করে ২০০১ সালে শান্তিচুক্তির ধারাবাহিকতায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট), রান্ধামাটি কর্তৃক একটা সহজ পদ্ধতির ঐকমত্য প্রত্যাশায় চাকমা লিখন পদ্ধতি চাকমা পত্থম পাত বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন (এন.জি.ও) স্কুলে আদিবাসী শিশুদেরকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আদিবাসীদের বর্ণমালাও কম্পিউটার ভিত্তিক (Computer based) হয়ে গেছে।

চাকমা বর্ণমালা সম্পর্কে সুগত চাকমা মনে করেন যে চাকমা ও অসমিয়া (অহম) বর্ণগুলোর প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ মিল রয়েছে যে উভয় ভাষার বর্ণগুলো আ-কারান্ত, বর্মি বা আরাকানি ও অন্যান্য ভাষার বর্ণমালার মতো অ-কারান্ত নয়। সে-কারণে চাকমা বর্ণগুলো বর্মি বা আরাকানি বর্ণমালা থেকে নয়, বরং অসমিয়া থেকে চাকমা

ᱠ	ᱡ	ᱢ	ᱣ	ᱤ
ᱥ	ᱦ	ᱧ	ᱨ	ᱩ
ᱪ	ᱫ	ᱬ	ᱭ	ᱮ
ᱯ	ᱰ	ᱱ	ᱲ	ᱳ
ᱵ	ᱶ	ᱷ	ᱸ	ᱹ
ᱺ	ᱻ	ᱼ	ᱽ	᱾
᱿	᱀	᱁	᱂	᱃
᱄	᱅	᱆	᱇	᱈
᱉	᱊	᱋	᱌	ᱍ

চাকমা বর্ণমালা

বর্ণের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা অধিক বলে তিনি মনে করেন।<sup>২</sup> কিন্তু তার এই রূপ ধারণা ঠিক নয় কেননা বর্মি বা আরাকানি বর্ণগুলোও চাকমা ও অহোম বর্ণগুলোর মতোই নিশ্চিত আ-কারান্ত, অ-কারান্ত নয়। যেমন-বর্মি বা আরাকানি বর্ণে ‘সাকতঙ’ (চাকমা সার্কেল) বানান হলো .  (সা) ও  (কা) বর্ণদুটি আ-কারান্ত হওয়ায়  এর উপর  চিহ্ন দিয়ে  ক করা হয়েছে, অক্ষর  (তা) এর বামে  (একার) এবং ডানে  (আকার) যুক্ত করে  ত লেখা হয়েছে। তবে আ-কারান্ত বর্ণ হলেও ক্ষেত্র বিশেষে আকার যোগ হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ মনে করে চাকমারা আসামে বসবাসের সময় শানদের নিকট হতে পেয়েছে।<sup>৩</sup> কিন্তু চাকমারা দলবদ্ধ হয়ে অধিক সংখ্যায় তথায় আদৌ বসবাস করেছিল বলে তার কোন ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণ নাই, তবে জানা যায় যে বর্তমানে আসামের কাচার ও কার্বিআংলং জেলায় ছিটেকোঁটা কয়েক পরিবার চাকমা বসবাস করে। তারা সম্ভবত লুসাই হিল (মিজোরাম) থেকে সেখানে চলে গিয়েছিল। যাহোক, চাকমা বর্ণমালা ব্রাহ্মী হরফ শান, খামতি ও অহোম বর্ণমালার চাইতে তুলনামূলকভাবে বর্মি বা আরাকানি বর্ণমালার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে কারণে সতীশচন্দ্র ঘোষ মনে করেন চাকমারা মগ (মারমা) ভাষা হতে বর্ণগুলো অনুকরণ করেছে।<sup>৪</sup>

বার্মার ইতিহাস *U Kala Maha Razawin* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে Shwe Lu Maung লেখেন পিউ (Pyu) কান্যান (Kanyan) ও সাক্ (Sak) বা থেক(Thek) বা থেত (Thet) এই তিনটি হলো বার্মার প্রাচীন জনগোষ্ঠী।<sup>৫</sup> আরাকানি পণ্ডিত San Tha Aung লেখেন, “Chittagong Hill Tracts occupied an area of 5.200 square miles -----It composed of three regions, namely

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন ◀৫৩

Bohmong Htaung ( ဗိုလ်မောင်တောင် ), Thet Htaung ( သံတောင် ) and Palan Htaung( ပဲလံတောင် )--The Bohmong and Mong Raja and their people are of Arakanese descent, whereas the Chakma Raja or Thet Mong and his people are Thets - one of the original races of Burma .”<sup>၆</sup>

কাজেই চাকমা বায়ার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে বর্মি-আরাকানিদের পূর্বেই বর্ণগুলি পেয়েছিল এবং তাদের বর্ণমালা হতে বর্মি বা আরাকানি বর্ণমালা বিকশিত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

### তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India* vol-v, Part II, Calcutta, 1903, p321
২. সুগত চাকমা, চাকমা বর্ণমালার ইতিবৃত্ত, অশোক কুমার দেওয়ান ও সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা (সম্পাদ) *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা* ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে পুনঃ মুদ্রণ সংখ্যা, উসাই, রাঙ্গামাটি: ১৯৯৫) পৃঃ ৩১
৩. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, উসাই, রাঙ্গামাটি ১৯৯৪, পৃঃ ৪৭
৪. সতীশচন্দ্র ঘোষ, চাকমাদিগের ভাষা-তথ্য, (দীপংকর ঘোষ, (সং ও সম্পাদ) *বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী কথা*, কলকাতা : লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, ২০০৫, পৃঃ ২৫৬)
৫. Shwe Lu Maung, *Burma*, Dhaka, 1989, p2
৬. San Tha Aung, *The Mog or the Magh or the Arakanese of Banglades, Rakhine Tazaung*, 1980, p6 (a journal published from Akyab, Myanmar)

## চাকমা ও চট্টগ্রামি ভাষা



চাকমা ও চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা সাদৃশ্যপূর্ণ বিধায় চট্টগ্রামের বাঙালিদের নিকট চাকমা ভাষা সহজেই বোধগম্য। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলো চাকমা ভাষার শব্দের সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে, তবে কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণে কিছুটা হেরফের হয়। এই শব্দগুলো বিশুদ্ধ বা প্রমিত বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণস্বরূপ কিছু শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

চাকমা	চট্টগ্রামি	বাংলা অর্থ
কুচ্যাল	কুস্যাল	আখ
কজ্যা	কজ্যা	ঝগড়া
কামা	কামা	ঢালু জায়গা
কাবিদাং	কাইদাং	পথপ্রদর্শক
কুরুঙ	কুরুম	গর্ত
কুরা	কুরা	মোরগ
খাড়াং	খাড়াং	বেতের ঝড়িবিশেষ
গাত্যা	গাত্যা	অলস
গাই	গাই	একা, একলা
গা-ক	গা-ক	ক্রেতা, মক্কেল
গুরা, গুরিং	গুরা	ছোট
গম	গম	ভালো
কুরে, কুরেকুরে	কোরে, কোরে কোরে	কাছে, কাছাকাছি

তগা	তুয়্য	খুজা
থ, থনা	থ, থুসনা	রাখা, রাখ
থিয়েই	থিয়াই	দাঁড়িয়ে
দুবাদুবি	দুয়াদুয়ি	তড়িষড়ি
ধগেধকে	ধগেধগে	Exactly, accurately
রাত	রাত	অভাব, দুর্ভিক্ষ আকাল
পাদারা	পাদুরা	ভীতু
পোত্যা	পয়াঁত্যা	ভোরে
ফা-হ্	ফা-হ্	চুলা
ফুত	ফুত	কাদা
ফোঃর	ফোর	পাখির পালক
ফেধাঃ	ফেধাঃ	অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য
বাগোর	ব-অর	সূচক শব্দ
বদা	বদা, বটা	ধনেপাতা
বনা	বোন্দা	গুটানো
ভাধালি	ভাধালি	গোছা
মাধান	মাধান	চোরকাটা
মোক	মোক	বেলা, সময়
দাদ-অ	দাঁদ-অ	জ্বী
লাক্, লাগত	লঅত	পুরু, মোটা
লাং	লাং	নাগাল পাওয়া
লেই	লাই	শ্রেমিক, পরকীয়া
সেরে,	এরে, এরে এরে	বড় ঝুড়িবিশেষ
সেরেসেরে		মধ্যে, ভিতরে
সেদাম	হেদাম	যোগ্যতা



সুম	সুম	নষ্ট
সুমসুম	সুমসুম	অনর্থক
সান্তাই	সান্তাই	নড়েচড়ে
ধাক, ধাগ(ঢাগ)	ধাগ(ঢাগ)	পাশে, পাশ
সঃ সাঃ	সাঃ	বাচ্চা, সন্তান
ক	ক-অল	ঘুঘু
ফুংফাং	ফুংফাং	Extravagance
চুলুভুলু	চুলুভুলু	Volatile, garrulous
আরাং	আরাং	মূলধন, আসল
সান	পান	মত, মতন
আধিক্য	আতিক্য	হঠাৎ (অগোচরে)
ভুঝুত	ভুচর, ভচর	মুহর্তে, অতি অল্প সময়ে
বাঝা	বাঝা	লাগা
চংভং	চংভং	যে কোন উপায়ে
চাত	চাত	শামুক বিশেষ
বগোলি	বোয়ালি	কলাগাছের তরকারি
হোঙেয়া	কোয়াইয়া	পেপে
সমারে	হোঁয়ারে	সাথে
লগে	লগে	সাথে
ভুন	ভুন	থেকে, হতে, চাইতে
ভেভেক্যা	ভেকভেক্যা	নরম (ফলের ক্ষেত্রে)
ভুংভাং	ভুংভাং	এলোপাতারি কিল ঘুষি মারা
বাম	বাম	এলাকা

ইত্যাদি ।

উল্লিখিত শব্দগুলো চাকমা ভাষার শব্দ যেগুলো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়েছে, তার কারণে এই শব্দগুলোর ব্যবহার বাংলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না, বড় জোর নোয়াখালি, ফেনি, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হতে পারে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণেতা নূর মোহাম্মদ রফিক চট্টগ্রামের কথ্য ভাষার উপর ভোট-বর্মি ভাষার প্রভাব স্বীকার করে লেখেন, “উত্তরে মীরশ্বরাইর ধুম থেকে দক্ষিণে টেকনাফের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াইশো মাইল এলাকার জনসাধারণ চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও তাতে বড় ধরনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।-----

চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ কর্ণফুলীর দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে নাকনদী পর্যন্ত এলাকার মানুষ আরাকানী ও পাহাড়ী উপজাতীয়দের ভাষায় প্রভাবিত”।<sup>১</sup> আব্দুল হক চৌধুরীও অনুরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করে লেখেন “শব্দ নদীর দক্ষিণ তীর হতে টেকনাফ পর্যন্ত দক্ষিণ চট্টগ্রামের এই অংশটি ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ অবধি আরাকান রাজ্যভূক্ত থাকায় সেখানকার কথ্য চট্টগ্রামী উপভাষা আরাকানী ভাষার ঢঙে গড়ে উঠে, ফলে উচ্চারণধ্বনি আরাকান ভাষার অনুসারী।”<sup>২</sup>

ইহা লক্ষ করা গেছে যে সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বসবাসকারীদের কথ্য ভাষার সাথে চাকমা ভাষার সাদৃশ্য অত্যাধিক, ব্যবধান বলতে গেলে উনিশ-বিশ। যেমন-বাংলা ভাষায় ‘আমি দিচ্ছি’ বাক্যটি চাকমা ভাষায় হয় ‘মুই দ্যঙর’ যা সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বলে ‘মুই দঙর’। চাকমা ভাষায় মুই অর্থ আমি যেটি প্রাকৃত শব্দ, দ্য শব্দটি সংস্কৃত দেওয়া থেকে, আর ঙর শব্দটি ভোট-বর্মি ভাষার শব্দ যেটি ঘটমান বর্তমান কালে ক্রিয়াপদের উত্তম একবচন পুরুষের ক্ষেত্রে

ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়। যাহোক, শুধু চট্টগ্রাম নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীনকাল থেকেই ভোট-বর্মি ভাষার প্রভাব পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে অশোক বিশ্বাস লেখেন, “বাংলাদেশে ভোটবর্মী প্রভাব সমগ্র উত্তর বঙ্গের প্রান্তিক জেলাগুলোতে, বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, শেরপুর, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নেত্রকোনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) প্রভৃতি জেলায় সবচেয়ে বেশি পড়েছে। বাংলাদেশের বাইরে এই প্রভাব ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর, আসাম এমনকি নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার সংশ্লেষণ (assimilation) সাম্প্রতিক কালের নয়; বরং হাজারোর্ধ্ব বছরকালের। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা এবং ভারতের তৎসংলগ্ন এলাকার বাংলায় যেসব ভোটবর্মী শব্দ প্রবেশ লাভ করেছে তার পরিমাণ কয়েক হাজার হওয়া বিচিত্র নয়। শুধু শব্দান্তরই নয়, এসব এলাকার বাংলা ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক প্রভাব পড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়”।<sup>৩</sup>

সুদূর অতীতে বার্মা (মায়ানমার) এবং ইন্দো-চীনে ভারতের প্রাচীন Proto-Australoid জাতির অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের সাথে মোঙ্গোলীয়দের সংস্রব ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যক্ত করেন, “In Burma and Indo-China lived speakers of Austric (Austro-Asiatic) languages, who are largely of the Proto-Australoid race from India. A mixture of these Proto-Australoids with Mongoloids in very early times in Burma and Indo-China is very likely this mixture producing the ancient *Rmen* (*Rman*) or Mon peoples of central and southern Burma, the Paloungs, Was of Upper Burma, as well as the Khmers, the

Chams, the Stieng, the Bahnar and other Austric or Austro-Asiatic speakers of Siam and Indo-China".<sup>৪</sup>

বার্মার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে চাকমাদের ভাষায় সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষার শব্দের মতো অস্ট্রিক বা কোল ভাষার শব্দও প্রবেশ করেছিল বলে অনুমান করা যায়। তাছাড়া আরবি, ফার্সি শব্দের প্রচলনও রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের খাসিয়া (Khasi) সম্প্রদায় Mon-Khmer জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং অস্ট্রিক ভাষাভাষী। কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষের ভাষাও অস্ট্রিক।

থাইল্যান্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সাথে কোল জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে --“শ্যামী জাতির মানুষ এই দক্ষিণ-শ্যাম অঞ্চলে দুটি বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে রূপ গ্রহণ করেছে-একটি মৌলিক জাতি হচ্ছে Mon ‘মোন’ আর Khmer (খ্মের) - অস্ট্রিক বা অস্ট্রো - এসিয়াটিক জাতি, আমাদের কোল জাতির জ্ঞাতি-নাতিদীর্ঘ শ্যাম বা কৃষ্ণবর্ণ জাতির মানুষ এরা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে উত্তর থেকে আগত Thai‘থাই’ জাতির লোক-এরা মোঙ্গোল জাতির মানুষ, পীতবর্ণ, চেপ্টা-নাক, উঁচু চোয়াল, সরু-চোখ, চীনা বর্মী ভোটদের জ্ঞাতি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে য়ে শ্যাম-জাতির মানুষ গড়ে উঠেছে, তাদের চেহারা অনেকটা বাঙালী ধরনের, তবে মোঙ্গোল প্রভাবটি চেহারায় একটু বেশি। উত্তর-শ্যামে এই মোঙ্গোল থাই জাতির মানুষ অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখতে, আর পীত বা গৌরবর্ণ থাই মেয়ে অনেক সময় দেখতে বেশ সুন্দরীই হয়।”<sup>৫</sup>

অতএব সুদূর অতীতে বা প্রাচীনকালে ভারতের এই Austric ভাষাভাষী কোল জাতির মানুষ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং তথায় মোঙ্গালীয় জনমানুষের সাথে তাদের সংস্রব ঘটেছিল।

## তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. নূর মোহম্মদ রফিক, (সম্পা) *চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ঢাকা, ২০০১, পৃ : ১৮
২. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ : ৪৫৩
৩. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ : ২৩১-২৩১
৪. Suniti Kumar Chatterji, *Kirata-Jana-Krti*, Calcutta, 1951, p20-22
৫. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম - দেশ* (প্রথম সংস্করণ) কলকাতা, ১৯৪০, পৃ : ৫১৩.

## চাকমা জাতি ও অভিবাসন

নৃবিজ্ঞানীদের (Anthropologists) মতানুসারে চিনের উত্তর-পশ্চিমে ইয়াং সে-কিয়াং (The Yang-tse-kiang) এবং হোয়াং-হো (The Hoang-ho) নদীর উৎসস্থলের মধ্যবর্তী অঞ্চল হতে একদা মেকং (The Mekong), সালাউইন (The Salwin), মেনাম (The Menam) প্রভৃতি নদীর অববাহিকার পথ ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মোঙ্গল জনমানুষের (Mongoloid people) বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মেকং নদী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্বোডিয়া, চীনা (ইউনান প্রদেশ), লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এই ছয়টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এই অঞ্চলকে মেকং নদীর উপ-অঞ্চল (The greater Mekong subregion) বলা হয়।

বিখ্যাত জার্মান গবেষক Heinz Bechert চাকমাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “The Chakmas inhabit the central part of Chittagong Hill Tracts. They are a people with their own culture, folklore, historical traditions and even their own national script .....Anthropologically the Chakmas belong to the people of South-east Asia. Their dress shows similarities with the dress of Burmese and Shan people. There is also a number of customs which hint at a form of ‘Animism’ which is very similar to that of the people of the Burmese and Shan groups before their conversion to Buddhism”.

নৃতাত্ত্বিক (Anthropology) বিচারে চাকমারা মোঙ্গোল জাতির মানুষ (Mongoloid). চীনা থাই বর্মি লাও (Laotian) ভোটদের জাতি।

চাকমাদের পূর্বপুরুষগণও অনুরূপভাবে হয়তো স্মরণাতীত কালে চিন থেকে ব্রহ্মদেশ বা আজকের মায়ানমারে প্রবেশ করেছিল যা উল্লিখিত বর্ণনামতে নৃবিজ্ঞান সমর্থিত। তারা নিজেদেরকে বর্মীদের ন্যায় শাক্য (Sakya) বংশীয় বলে দাবি করে। মহামানব গৌতমবুদ্ধ এই শাক্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন নৃতাত্ত্বিক বিচারে শাক্যরাও মোঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এই প্রসঙ্গে Vincent Smith লেখেন, “I think it highly probable that Goutam Buddha, the sage of the Sakyas, and the founder of historical Buddhism was a Mongolian by birth, that is to say, a hillman like a Gurkha with Mongolian features and akin to the Tibetan. Similar views were expressed long ago by Beal and Fergusson, who used the term Seythic or Turanian in the sense in which I used Mongolian”.<sup>২</sup> সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরূপ মন্তব্য করেন, তিনি লেখেন, “-----If this view is correct, then Buddha himself would be an Indo-Mongoloid. He would be racially like the Gorkhas of Nepal.”<sup>৩</sup>

বর্মি - আরাকানিরা চাকমাদেরকে ডাকে সাক (Sak) বা থেক (Thek) বা থেত (Thet), Thet শব্দটি বর্মি ভাষায় Thet-kya শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ শাক্য। তাদের মতে শাক্য থেকে সাক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, আর থেক বা থেত হচ্ছে তাদের উচ্চারণে সাক। কাজেই সাক শাক্য শব্দের রূপান্তর তা একপ্রকার নিশ্চিত হওয়া যায়।

মায়ানমারের প্রাচীন ইতিহাস *U Kala Maha Razawin* (Great History by U Kala) পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে Shwe Lu Maung লেখেন, “The Tibeto-Burman group is believed to have

consisted of three tribes. The Pyu, the Kanyan and the Thet (Chakma). Only a small number of Chakma are inside Burma today. The majority of them are living in their historical land in the Chittagong Hill Tracts of present Bangladesh".<sup>৪</sup> San Tha Aung লেখেন "Chittagong Hill Tracts occupied an area of 5,200 square miles. It is situated between Arakan Hill Tracts on the East, Buthidaung and Maungdaw districts on the South, the Lushai Hills (Mizoram) on the North and Chittagong plains on the West.

It composed of three regions namely Bohmong Htaung ( ဗိုဟ်မောင့် ), Thet Htaung ( သက် ) and Palan Htaung ( ပလံ )...These regions have their own hereditary Chiefs called Bohmong Gri ( ဗိုဟ်မောင့် : ) the Thet mong ( သက် ) and Palan mong or Mong Raja ( ပလံ ). the Bohmong and Mong Raja are of Arakanese descent, whereas the Chakma Raja or The mong and his people are Thet—one of the original races of Burma, but how extinct in Burma proper."<sup>৫</sup>

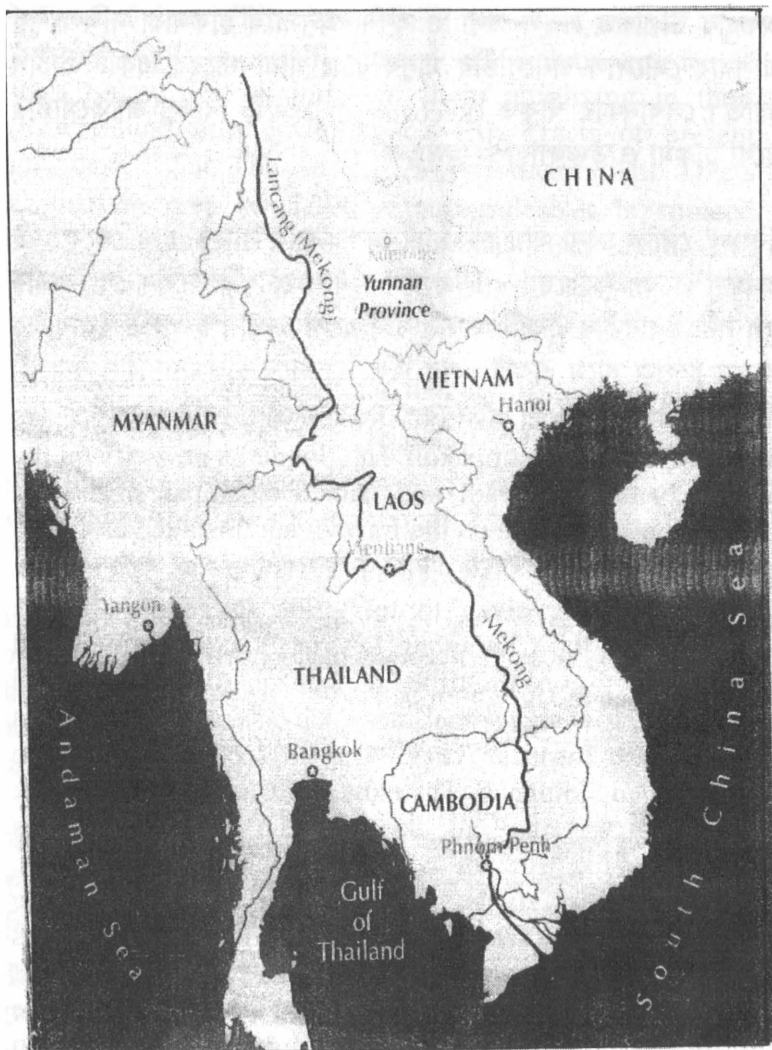
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাজ্যমাটি ও বান্দরবান জেলায় তঞ্চঙ্গ্যারা বসবাস করে। চাকমা ও তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ভাষা, বর্ণমালা, সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন। তথাপি কিছু কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে তঞ্চঙ্গ্যাদের একটি পৃথক জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চাকমাদের ন্যায় তারাও বৌদ্ধধর্মালম্বী। মূলতঃ তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমাদেরই একটি উপদল, তারা বর্মি-আরাকানিদের নিকট দৈহনাক ( ဦး : ) নামে পরিচিত।



অতএব উল্লিখিত সকল তথ্য ও বর্ণনা অনুসারে চাকমারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোঙ্গোল জনগোষ্ঠীর মানুষ এবং মায়ানমারের একটি প্রাচীন জাতি। সেখানকার স্বীকৃত (Recognised) ১৩৫টি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারাও অন্তর্ভুক্ত।

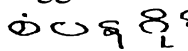
‘বিজগ’ থেকে জানা যায় চাকমারা চম্পকনগর নামক স্থান থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে দুলাল চৌধুরী বলেন যে, বার্মার মূল নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম হলো চম্পা। চম্পা ও ইরাবতীর সঙ্গমে চম্পক নামে একটি নগর ছিল, সেখানে চাকমারা বাস করতো।

১<sup>৬</sup> Pierre Bessaignet ও অনুরূপ মন্তব্য করেন, তিনি লেখেন, “He had a son named Champakali. He founded a new city on the eastern bank of Irawadi and named Champaknagar after him. He built a temple on the Irawadi and installed an image of God in it.”<sup>১৭</sup> এই বিষয়ে আবার T.H. Lewin মনে করেন, “The name Chakma is given to this tribe in general by the inhabitants of the Chittagong District, and the largest and dominant section of the tribes recognizes this as its rightful appellation. It is also sometimes spelt Tsakma, Tsak, or, as it is called in Burmese Thek. A small section of the same tribe is called Doingnak. The names of Chakma, Tsak, Thek and Doingnak, may all therefore be taken as names representing the tribe of which I now propose to speak. There is a third division, or clan, called Toungjynyas. The origin of the tribe can only be inferred from their traditions and physique, as they possess no written records of ancient times. Intelligent persons among them, however, have informed me that it has been handed down from father to son, that they came originally from a country, called Chainpango or Champanugger.”<sup>১৮</sup> কিন্তু চাকমা নামটি



## মেকং নদীর অববাহিকা

চট্টগ্রামবাসীদের দেওয়া নয়, বরং বর্মীদের দেওয়া নাম সাক (শাক্য) থেকে সাকমা হয়ে চাকমা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ দাড়ায় শাক্যবংশীয় রাজা। বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

চাকমারা নিজেদেরকে বলে চাংমা। বর্মি ভাষায় চাং অর্থে হাতি এবং মাং বা মাং অর্থে রাজা বোঝায়। কাজেই চাংমাং অর্থ দাড়ায় হাতির রাজা; এই থেকে হলো চাংমা। কথিত আছে যে, বার্মা-আরাকানে চাকমা রাজারা রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান শ্বেত হস্তীর দ্বারা সম্পাদন করতেন, তাছাড়া বিভিন্ন কাজে হাতির ব্যবহারের প্রাচুর্যের কারণে চাকমা রাজা হস্তীর রাজা উপাধিতে ভূষিত হন।<sup>১</sup> ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে H.T. Lewin বলেছেন বুদ্ধিমান চাকমারা তাকে বলেছে যে তারা Chainpango বা Champanugger থেকে এসেছে। বর্মি উচ্চারণে চম্পানগর বা চম্পকনগর (  ) হয় চ্যাম্পানাগো (Chaimpanago) যেহেতু তাদের উচ্চারণে র উহ্য থাকে। H.T. Lewin হয়ত তা স্পষ্ট না বুঝে লেখেন Chainpango যেটি Chaimpanago (চম্পকনগর) শব্দের সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ যে ব্যবধান উনিশ-বিশ।

গত ০৪.০২.২০১৩ ইং তারিখ মায়ানমার থেকে একজন চাকমা ও দুইজন তঞ্চঙ্গ্যা বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজ্যমাটি আসেন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে রেভা. উ পাণ্ডিতা, ভেন. জ্যোতিপাল ও ভেন. সো বে তা। তাঁরা বর্মি ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত। তাঁদের সাথে সাক্ষাতে জানা যায় বার্মার মাভালে বিভাগে ইরাবতী নদীর তীরে চম্পকনগর বা চ্যাম্পানাগো(র) অবস্থিত ছিল। বর্তমানে সমুদয় অঞ্চলটি তগাং (Tagaung) নামে পরিচিত। চাকমাদের আদি রাজ্যপট এই চম্পকনগর থেকে তারা উত্তর বার্মায় রাজ্য স্থাপন করে, রাজধানীর নাম ছিল মাইচাগিরি বা মাচ্ছাগিরি

( ๖๕๕๕ ) । মাকোয়ে ( ๖๕๕๕ : ) বিভাগে বর্তমানে এই স্থানটির নাম হলো তায়োক বা সারাক ( ๖๕๕๕ ) যার অর্থ চাকমা স্থান । কুমুদ বিকাশ চাকমা বার্মা ভ্রমণ করে এসে লেখেন, “.....সেগাইন শহরের স্থানীয় নাম চাকমা শহর । সাক (চাকমা+গাইন(শহর)=চাকমা শহর, সেগাইন প্রদেশের রাজধানী সেগাইন শহর (Sagaing) । অথচ সেখানে কোন চাকমা নেই” ।<sup>১০</sup>

চাকমারা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত মায়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি গড়েছিল । তার প্রমাণ হিসাবে উল্লিখিত স্থানগুলি এবং অনেক অতীত গৌরবজ্বল স্মৃতি সে-দেশে আজো কালের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে ।

১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজার পতনের পর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা তথায় স্থায়ীভাবে রয়ে যায় তাদের অধিকাংশই বর্মি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোকের সাথে মিশে গেছে(Assimilated) । অতঃপর তাদের অবশিষ্ট অংশ আরাকান পর্বত অতিক্রম করে আরাকান এসে তথায় বিভিন্ন স্থানে পুনরায় বসতি গড়ে । কোলাদন নদীর উভয় তীরবর্তী অঞ্চলে এবং বিভিন্ন স্থানে বর্তমানেও চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যাদের বসতি রয়েছে । সংখ্যার দিক থেকে তারা এক লক্ষেরও বেশি, তাছাড়া চিন পার্বত্য অঞ্চলে (Chin Hills) পালাওয়াতে (Palawa Township) ১১১ পরিবার চাকমা বসবাস করছে বলে জানা যায় ।

নৃ-তত্ত্ববিদরা (Anthropologists) পূর্ব ভারতে বসবাসকারী আদিবাসীগণ ভারতের ভূমিজ সন্তান নয় বলে মনে করেন । ‘এই প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন, “The story of the advent of the Mongoloid peoples into India, as far as it can

be reconstructed, may be briefly stated, and an account of the various Mongoloid groups which had to do with India may also briefly noted. A good resume of the whole history (or, rather, of the reconstruction of a possible sequence of tribal movements) will be found in Sir George Abraham Grierson's *Linguistic Survey of India*, Vol-I, introduction (1927, PP 40 ff). The Mongoloid tribes represent at least three distinct physical types—The primitive long-headed Mongoloid, who are found in the sub-Himalayan tracts, in Nepal and mostly in Assam; The less primitive and more advanced short-headed Mongoloids, who are found mostly in Burma and have expanded from Burma through Arakan into Chittagong ; and finally the Tibeto-Mongoloids, who are fairly tall and have lighter skins and appear to be the most highly developed type of the Mongoloids who came to India.....”

উল্লিখিত বর্ণনামতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মোঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী মায়ানমার থেকে আরাকান হয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল যা নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাস সমর্থিত।

চাকমারা মধ্যযুগে আরাকান হতে দক্ষিণ চট্টগ্রামে উপনীত হয়। সে সময় চট্টগ্রাম আরাকান শাসনাধীন অঞ্চল ছিল। আর যারা আরাকানে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে তাদের অধিকাংশই আরাকানিদের সাথে মিশে গেছে। পরবর্তীতে আধুনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমারা প্রাধান্য বিস্তার করে। এই অঞ্চল হতে উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুনাচলে পুনরায় তাদের অভিবাসন ঘটে। বর্মি লেখক Aye Chan তার লেখা Who are the Rohingyas ? প্রবন্ধে লেখেন “The

forerunners of the Tibeto-Burman races arrived the Irrawaddy Vally around the beginning of the Christian era and some of them entered the Arakan coastal strip. The presence of Tibeto-Burman races such as the Chakmas in the Chittagong Hill Tracts of modern Bangladesh and the Tripuris (Known as Mrun to the Arakanese) in Tripura State in modern India, is a proof of the waves of ethnic migration from central Burma to the Arakan coast and then to the northeastern parts of Indian subcontinent. ”১২

অতএব মোঙ্গোল জনমানুষের জাতি চাকমা ত্রিপুরা ও অন্যান্য ভোট-বর্মি জনগোষ্ঠীর মানুষের অভিবাসন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বার্মা এবং অন্যান্য দেশ হতে উত্তরপূর্ব দিকে ঘটেছিল যা ইতিহাস স্বীকৃত।

চট্টগ্রাম আরাকান শাসনাধীন (১৪৫৯-১৬৬৬) থাকাকালীন চাকমারা দক্ষিণ চট্টগ্রামে বসবাস করেছিল তার প্রমাণ আজো মেলে, আলেক্সান্ডার-এ (আলিকদম) রাজার পুকুর নামক পুকুরটি এবং রামুতে চাকমাকুল নামক স্থানটি তার সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজা Mwun Tsni বার্মা থেকে বিতারিত হয়ে আলেক্সান্ডার - এ আশ্রয় নিয়ে ছিলেন এবং রামু ও টেকনাফে চাকমাদের বসতির বন্দোবস্ত করেছিলেন।<sup>১৩</sup> কক্সবাজার জেলায় বিভিন্ন স্থানে চাকমাদের একটি শাখা বা উপদল দৈহনাকদের বসতি আজো রয়েছে, তাদের ভাষায় এবং উচ্চারণে বর্মি ও আরাকানি ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়।

১৭৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাষ্ট্রবিপ্লব ও বার্মা কর্তৃক আরাকান আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সাথে বার্মা যুদ্ধের সময়ের মধ্যে আরাকান এবং চিন হিলস্ থেকে বিভিন্ন

জাতিগোষ্ঠী চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজা Bowdowphyra কর্তৃক আরাকান আক্রান্ত ও বিজিত হলে এই প্রক্রিয়া আরো দ্রুততর হয়েছিল।<sup>১৪</sup> এ সকল শরণার্থীদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক চাকমা ছিল যেহেতু ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের চাকমা রাজা জানবকস্ খান (১৭৮২-১৮০০) এর আমলে আরাকানের সাথে চাকমাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তখনও আরাকান হতে অনেক চাকমা চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে। ২৪ জুন ১৭৮৭ তারিখ আরাকান রাজা চট্টগ্রামের ইংরেজ প্রধানকে পত্র লিখেছিলেন যে Domcan Chukma, Kiecopa Lies, Marring এবং আরাকানের অন্যান্য জনগোষ্ঠীও আরাকান থেকে পালিয়ে এসে সীমানা নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল।<sup>১৫</sup>

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে চাকমাদের পূর্বপুরুষগণ এক হাজার বছরেরও অধিক কালব্যাপী, যখন বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন চলছিল সেই সময় থেকে আরাকানে ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বাস করতো।<sup>১৬</sup>

### তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

1. Heinz Bechert, *Educational Miscellary*, vol. IV, No 3 and 4, December 1967, March 1968.
2. Vincent Smith, *History of India*, 3<sup>rd</sup> Edition, Calcutta, 1961, p.72
3. Suniti Kumar Chatterji, *Kirata-Jana-Krti*, Calcutta, 1951, p.58-89
4. Shwe Lu Maung, *Burma*, Dhaka, 1989, p.2

৫. San Tha Aung, The Mog or the Magh or the Arakanese of Bangladesh, *Rakhine Tazaung*, 1980, p.6 (a journal published from Akyab, Myanmar).
৬. দুলাল চৌধুরী, *চাকমা প্রবাদ*, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ২
৭. Pierre Bessaignet, *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*, Dacca, 1958, p.69
৮. T.H.Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Theirin*, Calcutta, 1868, p.62
৯. বিরাজ মোহন দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত*, (দ্বিতীয় সংস্করণ), রাজশাহী ২০০৫; পৃঃ ২৬ (সূত্রঃ কর্ণ তালুকদার, রাজবংশাবলী)
১০. কুমুদ বিকাশ চাকমা, বার্মা (মায়ানমার) সফর, টিভি, জুম ইন্সটিটিউটস্ কাউন্সিল, রাজশাহী, (বৈসুক-সাংখ্যাই-বিবু সংকলন, ২০০৬)
১১. Suniti Kumar Chatterji, *Kirata-Jana-Krti*, Calcutta, 1951, p.20
১২. Aye Chan, The quotation is taken from the article “Who are the Rohingyas?” written in a Burmese journal (Courtesy : Mr. Saikat Khisa, Australia)
১৩. *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer*, Dacca, 1971, p.25
১৪. *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong*, Dacca, 1970, p90
১৫. সুপ্রিয় তালুকদার, *চম্পকনগর সন্ধান: বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি*, উসাই, রাজশাহী ১৯৯৯, পৃঃ ৪৪
১৬. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০০৮, পৃঃ ১৮৬



## উপসংহার

চাকমাদের আদিভাষা, বর্তমান ভাষা, বর্ণমালা, চাকমা ও চট্টগ্রামি ভাষা, চাকমা জাতি ও অভিবাসন ইত্যাদি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে চাকমাদের আদিভাষা ছিল ভোট-বর্মি ভাষা পরিবারভূক্ত (Tibeto-Burmese Family) বর্মি ভাষার উপভাষা। কিন্তু বর্তমানে তারা যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষা ও মোঙ্গোলীয় ভোট-বর্মি ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত একটি স্বতন্ত্র ভাষা যা চাকমা ভাষা নামে পরিচিত। এটা পরিতাপের বিষয় যে বর্তমানেও চাকমা ভাষার পরিবর্তন ঘটছে। আদিশব্দগুলো ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে, যেমন-সিংগবা (Drawing room), ওজেলং (ঘরের পিছনের কক্ষ), রিবাং (মূল কান্ড, অস্তর), কগোই (চিকুনি), কুখ্যাং (গহিন অরণ্য), মাহল্যাং (একপ্রকার ফল), বজং (খারাপ), নাদেং (লাটিমবিশেষ), তানজাং (জলপ্রপাত), পেরাং (হুদ), হোয়াং (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান), তারেং (পাহাড়-চূড়া), তেম্মাং (পরামর্শ) প্রভৃতি। এই শব্দগুলোর পরিবর্তে বাংলা বা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বা প্রচলন লক্ষণীয়। শহরের মানুষ বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্ম এই শব্দগুলোর অর্থ বোঝে না, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ইদানিং এরূপ পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই চাকমা ভাষা সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের খুবই প্রয়োজন। চাকমা বর্ণমালা আকৃতিগত দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খেমর, শান, অহোম বর্ণমালার চাইতে তুলনামূলকভাবে বর্মি-আরাকানি বর্ণমালার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এই ভাষার বর্ণগুলোর মতোই আ-কারান্ত। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী বর্ণমালা নিঃসন্দেহে তাদের মূল্যবান সম্পদ।

মধ্যযুগে চাকমারা আরাকান থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে (তখন আরাকান শাসিত অঞ্চল) উপনীত হলে দীর্ঘদিন যাবত বাঙালিদের সংস্পর্শে

এসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলে চাকমা ভাষার উপর বাংলা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, অপরদিকে চাকমাদের আদিভাষা দ্বারা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা ভাষাও প্রভাবান্বিত হয়। তাছাড়া চট্টগ্রাম সংলগ্ন নোয়াখালি, কুমিল্লা অঞ্চলেও চাকমা ভাষার প্রভাব পড়তে পারে। এভাবেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামে চাকমাদের বর্তমান ভাষার উদ্ভব ঘটে। তবে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের সাথে চাকমা ভাষার ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বের মিল নেই।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মোঙ্গোল জাতির মানুষ (Mongoloid people); চিনা থাই বর্মি লাও (Laotian) ভোটদের (ভুটানি ও তিব্বতি) জাতি। তাদের ইতিহাস ব্রহ্মদেশের (মায়ানমার) ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। চাকমাদের আদি রাজ্যপট মায়ানমারে অবস্থিত চম্পকনগরের অবস্থান সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে মায়ানমার দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব Nyan Lin Aung এর সাথে সাক্ষতেও জানা যায় যে সে-দেশে চম্পকনগর নামক একটি স্থান আছে যেটিকে তাদের উচ্চারণে বলা হয় চ্যাম্পানাগো ( ဇံလူဂို )। যাহোক, সেখান থেকে চাকমাদের পূর্বপুরুষগণ উত্তর বার্মা হয়ে আরাকান পর্বত অতিক্রম করে আরাকানে প্রবেশ করেছিল, অতঃপর আরাকান থেকে দক্ষিণ চট্টগ্রাম হয়ে আধুনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যা ইতিহাস সমর্থিত। পরবর্তীতে এই অঞ্চল থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচলে পুনরায় তাদের অভিবাসন ঘটে। অতএব চাকমা জাতি ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকার অবকাশ নেই।

ဒုတိယ တစ် သိယလ

ဘေတိတေ ဘေကိ သိယလံ။

[illegible]

သေ-ဗေ-ဘေ ပေလ် ဘေကံ ပဟဏ်ဗုယုဒုဏ်၊ ဂုလိဂလိ၊  
 ဆေဗေကံ၊ ဘုဗဏေ မလ တလေ မလ၊ သီတ ဇေ မဝ ဇေ၊  
 ကမဏ်ဝီ ဗေ-ဗဏ်ဟ၊ လိယေဝီ ဗေ-သုဂဏ၊ တသ်ကသ် ဇေ၊

යක්ෂ රූපයේ යථාතමය ආලෝකය - ආලෝකයේ යථාතමය  
 යථාතමය ය.

ကမ္ဘာတို့လေး ဘယ်ဟာ ပဲ ကေဇာ ခေမံပေ ခေ။ ဘိန္နာ  
 ခုတ်ဗုဿ ခေဂေ-ဘာတို့ ပိတ်ပဲ။ ကေဇာ ဟာဇာ ဟာဇာ ဟာ  
 သိယလ္လတတုဇာ။ ဘာတို့ သိန္နာတို့ ကလ—

យោឈ គេ ខោឈ ខោឈ ហ।

ඉංග්‍රාලේ ලාරි නිෂේ නිෂේ ඉ. කැක් පරෙට් ටේ  
පොලේ රබ් හරා. පමි පෙලේ දෙපති රිට් පනෙරා. ඩුරිආය  
තපෙ. යිඩාලා ශකේ ශකේ තපෙ-කර් මිලි. වීරතෙ  
නිෂේවි ඉ රිහිරා. නිෂේලේ කුන්ද් හරා.

သိယလျှ ခုတ်ဗုဒ္ဓကေ တစ် တစ် ဂင်တံ ဘာလီလ်၊  
ပရိတ် အိုဇောဘိ ထလ်။

ဒုတိယ ပေ-ဘေဘီ သုန့်ဂံ၊

ဂုဏ်ဂုဏ် ဂုဏ်ဂုဏ် သဒ္ဓါတို့ သေခါ ဂေလ ပဏီ တလတံ၊

## কম্পিউটার কম্পোজ করা চাকমা বর্ণমালা

চাকমা ভাষা, জাতি ও অভিবাসন ◀ ৭৫

স্বগোষ্ঠীয় দু'একজন লেখকের মতে চাকমারা বার্মা-আরাকান থেকে নয়, বরং ত্রিপুরা থেকে এসেছে।<sup>১</sup> কাজেই উপরিউক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। কিন্তু ত্রিপুরা থেকে এসেছে তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ নেই। তাদের মধ্যে আশোক কুমার দেওয়ানের লিখিত *চাকমাদের ইতিহাস বিচার* গ্রন্থ থেকে উদ্বৃত্তাংশ তুলে ধরা হলো-“এভাবে ইতিহাস গ্রন্থের কলেবর মোটা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে আবর্জনা যতখানি জমেছে আসল বস্তু তত জমেনি।”<sup>২</sup> তিনি গ্রন্থের শেষাংশে আরও লেখেন, “.....দেখা যায় যে, এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাস অধিকাংশই ফাঁকা। যদি বিজয়গিরি কাহিনীকে নিছক কাব্য কাহিনী হিসেবে ধরি এবং চাকমা ইতিহাসের ব্রহ্মদেশীয় অংশের অপরাপর কাহিনীগুলি ব্রহ্মদেশীয় সান বা সানদেশীয় অপর গোত্রের কাহিনী বলে স্বীকার করি তবে দেখি সবটাই ফাঁকা শতকরা প্রায় একশ ভাগই ফাঁকা। .....বরং এই ভেবে আনন্দ করা উচিত যে, এতদিনের প্রকান্ত মিথ্যা, এতবড় প্রবঞ্চনা, এতদিনের বিভ্রম আজ ধরা পড়েছে।”<sup>৩</sup> অশোক কুমার দেওয়ান সকল দেশি-বিদেশি-স্বগোষ্ঠীয় লেখক-গবেষকের মতামতের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেছেন। যার ফলে ব্রহ্মদেশে (মায়ানমার) চাকমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে সে-দেশীয় শান জনগোষ্ঠীর কাহিনীর সাথে অযথা গুলে তিনি নিজেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। বার্মায় চাকমাদের সুদীর্ঘ কালব্যাপী অবস্থান, যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্তান-পতনের ঘটনা এসব কিছুই মিথ্যা, বানোয়াট, নিছক কল্পনা, আবর্জনা, মন গড়া ইত্যাদি বলে তাদের এক হাজারোর্ধ্ব বছরের অতীত ইতিহাস তিনি মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এই কি চাকমা জাতির ইতিহাস বিচারের রায়? ইতিহাসতো গতকালের নয়, বরং হাজার বছরের কত কথা-কত ঘটনা। কাজেই, লেখক-গবেষকদের মধ্যে কিছুটা মতের অমিল কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে বা বিষয়ে আবার কিছুটা অসঙ্গতি বা গড়মিল থাকতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু নয়।

হাজারোর্ধ বছরের অতীত অন্ধকার হাতরিয়ে যতটুকু সম্ভব যা উদ্ঘাটিত হয়েছে সেটাইতো জাতির গৌরবময় ইতিহাস, মূল্যবান সম্পদ। তা নয় কি ? তবে এই গৌরবময় ইতিহাসকে আবর্জনা, প্রকান্ড মিথ্যা, এতবড় প্রবঞ্চনা, বিভ্রম ইত্যাদি বলে কেন এত অবজ্ঞা ? কেন এত উপেক্ষা ? কেন এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ? জাতির ইতিহাস বিচার করার পূর্ব থেকেই এগুলো তার নিজের প্রাক-দখলীয় (Pre-occupied) বিপরীত (Negative) চিন্তধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বর্হিপ্রকাশ তা সুস্পষ্ট।

চাকমাদের ইতিহাস এতই কী ফাঁকা ? একশ ভাগই ফাঁকা ? যদি তাই হয় প্রশ্ন জাগে চাকমারা কি উদ্ধাপাতের মতন আকাশ থেকে খসে চপ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখন্ডে পড়েছিল?

### তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রিসিলা রাজ, বিপন্ন এক জাতির বেঁচে থাকা, *জুম পাহাড়ে জীবন*, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ৭৪
২. অশোক কুমার দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার*, ঝাংড়াছড়ি, ১৯৯১, পৃঃ ২৭
৩. ঐ, পৃঃ ৮০

## গ্রন্থাবলী

১. A.P. Phayre, *History of Burma*, London, 1883.
২. A.B.Rajput, *The Tribes of Chittagong Hill Tracts*, Karachi, 1963.
৩. Ajay Kranti Shakya, *The Sakyas*, Katmandu, 2006.
৪. B.C. Allen , *Assam District Gazetteer*, vol. VI, Calcutta, 1905.
৫. B.C. Allen, *Provisional Gazetteers of India*, Calcutta, 1908
৬. *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong*, Dacca, 1970.
৭. *Census of India*, 1909.
৮. *Chittagong Hill Tracts District Gazetteer*, Dacca, 1971.
৯. D.R.Sardesai, *South-east Asia*, New Delhi, 1981.
১০. Eugene Fodor; Robert C. Fisher, *South-east Asia 1975*, New York, 1975.
১১. E.T.Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, 1872.
১২. E.R. Leach, *Political System of Highland Burma*, London, 1954.
১৩. *Exploring Borders: Reportage from our Mekong*, Bangkok, 2004.
১৪. G.A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol.V, Part II, Calcutta, 1903.
১৫. H.S.J. Cotton, *Revenue History of Chittagong*, Calcutta, 1880.
১৬. H.H Risely, *The Tribes and Castes of Bengal*, Calcutta, 1998.
১৭. Heinz Bechart, *Educational Miscellary*, vol.IV No3 and 4, December 1967, March, 1986.

১৮. Lucien Bernot, *Ethnic groups of Chittagong Hill Tracts, Social Reserach in East Pakistan*, edited by Prof. Pierre Bessaignet, Dacca, 1960.
১৯. M. Bronson, *Assamese and English Dictionary*, New Delhi, 1867.
২০. Pierre Bessaignet, *Tribesmen of the Chittagong Hill Tracts*, Dacca, 1958.
২১. Pulin Bayan Chakma, *Chakma Dictionary*, Art & Culture Department, CADC, Kamalanagar, Mizoram, 1993.
২২. R.H.S. Hutchinson, *An Account of Chittagong Hill Tracts*, Calcutta, 1906.
২৩. S. P. Talukder, *Chakma: An Embattled Tribe*, New Delhi, 1994.
২৪. Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of the Bengali Language*, vol.I, Calcutta, 1975.
২৫. Shwe Lu Maung, *Burma*, Dhaka, 1989.
২৬. Suniti Kumar Chatterji, *Kirata – Jana - Krti*, Calcutta, 1951.
২৭. Thomas Herbert Lewin, *A Fly on the Wheel*, Calcutta, 1912.
২৮. Thomas Herbert Lewin, *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein*, Calcutta, 1866.
২৯. Vincent Smith, *History of India*, 3<sup>rd</sup> Edition, Calcutta, 1961.
৩০. W.A.R. Wood, *History of Siam*, Bangkok, 1924.
৩১. Willem ven Schendal, *Francis Buchanan in South-East Bengal(1798)*, Dhaka, 1992.
৩২. অশোক বিশ্বাস, *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

৩৩. অশোক কুমার দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার*, খাগড়াছড়ি, ১৯৯১
৩৪. আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টোমের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, ঢাকা, ১৯৮৮
৩৫. দুলাল চৌধুরী, *চাকমা প্রবাদ*, কলিকাতা, ১৯৮০
৩৬. নুর মোহাম্মদ রফিক(সম্পা), *চট্টোমের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ঢাকা, ২০০১
৩৭. প্রিসিলা রাজ্জ, *বিপন্ন এক জাতির বেঁচে থাকা*, জুম পাহাড়ে জীবন, ঢাকা, ২০০৮
৩৮. বিরাজ মোহন দেওয়ান, *চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (২য় সংস্করণ)*, রাজ্জামাটি ২০০৫
৩৯. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত *সংসদ বাংলা অভিধান (৩য় সংস্করণ)*, কলকাতা, ১৯৭৯, (৪র্থ সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৮৪
৪০. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম-দেশ*, (১ম সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৪০
৪১. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *পার্বত্য চট্টোমের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, উসাই, রাজ্জামাটি, ১৯৯৪
৪২. সুপ্রিয় তালুকদার, *চম্পকনগর সঙ্কানেঃ বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি*, উসাই, রাজ্জামাটি, ১৯৯৯
৪৩. সুপ্রিয় তালুকদার, *নানা রঙের দিনগুলি*, রাজ্জামাটি, ২০১০
৪৪. সতীশচন্দ্র ঘোষ, *চাকমা দিগের ভাষা-তথ্য*, (দীপংকর ঘোষ সং ও সম্পা) *বাংলা সাময়িক পত্রে আদিবাসী কথা*, কলকাতাঃ লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, ২০০৫
৪৫. সুগত চাকমা, *চাকমা বর্ণমালার ইতিবৃত্ত*, অশোক কুমার দেওয়ান ও সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (সম্পা), *উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা*, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে পুনঃমুদ্রণ সংখ্যা, উসাই, রাজ্জামাটি, ১৯৯৫



## সুপ্রিয় তালুকদার

জন্ম ১৬ জানুয়ারি ১৯৪৯ রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচরে। পিতা স্বর্গীয় হেমন্ত প্রসাদ তালুকদার, মাতা স্বর্গীয়া গায়ত্রী দেওয়ান।

অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্ট, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) এবং সাবেক পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) রাঙ্গামাটি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান এবং চাকমা জাতির উৎপত্তি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ (১৯৮৭), চম্পকনগর সন্ধান : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি (উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৯), নীলিমায় নীল (২০০৫), *The Chakma Race* (উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৬) এবং নানা রঙের দিনগুলি (২০১০) উল্লেখযোগ্য। তিনি চাকমাদের আদিভাষা, বর্তমান ভাষা এবং চাকমা জাতি ও অভিবাসন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্বলিত